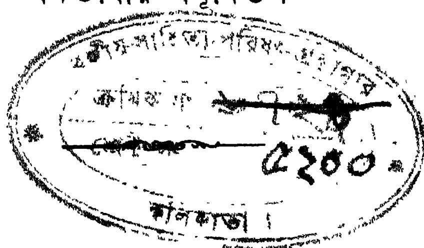
মালবিকাগ্নিমিত্র

(মহাকবি কালিদাস প্রণীত)

শ্রীবিমলা দাসগুপ্তা কর্ত্তৃক

বঙ্গভাষায় অনূদিত।



কলিকাতা,

২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল-মেডিক্যাল্-লাইব্রেরি

হইতে প্রকাশিত।

সন ১৩১৭ সাল।

মূল্য ৸৹ আনা।

কুন্তলীন প্রেস্
৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ;
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

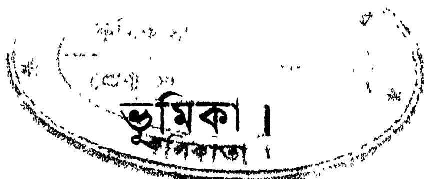
নাট্যোল্লিখিত পাত্র।

(পুরুষগণ)

১।	অগ্নিমিত্র	...	বিদিশার রাজা।
২।	বাহতক	...	মন্ত্রী।
৩।	গৌতম	...	বিদূষক।
৪।	গণদাস	...	নাট্যাচার্য্যদ্বয়।
৫।	হরদত্ত		
৬।	মৌদ্গল্য	...	কঞ্চুকী।

(স্ত্রীগণ)

১।	ধারিণী	...	প্রধানা মহিষী।
২।	ইরাবতী	...	দ্বিতীয়া রাণী।
৩।	মালবিকা	...	বিদর্ভের রাজকুমারী এবং
		...	অগ্নিমিত্রের ভাবি-মহিষী।
৪।	পণ্ডিত-কৌশিকী	...	বৌদ্ধ-পরিব্রাজিকা।
৫।	বকুলাবলিকা	...	মালবিকার সখী।
৬।	কৌমুদিকা	...	মহিষীর পরিচারিকা।
৭।	মধুকরিকা	...	উদ্যানপালিকা।
৮।	নিপুণিকা	...	ইরাবতীর পরিচারিকা।
৯।	সমাহিতিকা	...	পণ্ডিত-কৌশিকীর পরিচারিক



ভূমিকা।

মহাকবি কালিদাসের কবিতা জগতে অতুলনীয়। জগতে এমন কোন ভাষা নাই যাহার সাহায্যে উহার যথার্থ ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ তাঁহার কবিতার মাধুর্য্য নিজে অনুভব করা যায় কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে অন্যের হৃদয়ঙ্গম কবা যায় না। এই কারণে আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার তাদৃশ চর্চ্চা না থাকায় বঙ্গের অধিকাংশ শিক্ষিতা রমণী এই কবিবরের অমৃতময় লেখনী নিঃসৃত কবিতারসাস্বাদনের ভূমানন্দ হইতে চির বঞ্চিত আছেন। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। কিন্তু কি উপায়ে উহার প্রতীকার হওয়া সম্ভব, সে এক মহা সমস্যার বিষয়। কখনও কখনও মনে হয়, যদি মাঝে মাঝে কোনও কোনও মহিলাকর্ত্তৃক মহাকবিগণের সংস্কৃত কাব্য নাটকাদির বঙ্গানুবাদ হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ স্ত্রীচরিত্র সুলভ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে তাহা আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতে যত্ন করিবেন এবং অনুবাদ পাঠে অতৃপ্ত হওয়ায় হয় ত বা তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে মূল গ্রন্থ পাঠের পিপাসা জাগিয়া উঠিবে। একমাত্র এই উচ্চ আশায় প্রণোদিত হইয়া আমার মত অল্পমতি জনও তাহার এই অপরিপক্ক অপরিস্ফুট ভাষাকেও পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। এইরূপে একের উৎসাহে দশের উৎসাহ বাড়িয়া উঠুক এবং ক্রমে ক্রমে বঙ্গের ঘরে ঘরে গৃহলক্ষ্মীগণ কর্ত্তৃক সরস্বতীর বরপুত্রগণ পূজিত হউন এবং তাঁহাদের স্বহস্ত-চিত্রিত স্ত্রী-চরিত্রের আদর্শে, শিক্ষায় দীক্ষায়

ব্যক্তিগত অস্তিত্বে এবং একনিষ্ঠত্বে, সরল সুন্দর সন্তান ভাবে প্রেমরূপিণী পত্নীর ভাবে এবং মঙ্গলময়ী জননীর ভাবে আপনাদিগকে পূর্ণ করিয়া তুলুন, ইহাই এ ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশের প্রধানতম উদ্দেশ্য। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের যে সকল কাব্য নাটক আছে, তন্মধ্যে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক খানি কোন কোন অংশে বেশ উৎকৃষ্ট। ইহাতে অলৌকিক কিংবা অসম্ভব ঘটনা কিছুই নাই। যাহা মানবের সংসারে সচরাচর ঘটিয়া থাকে, তাহাই অতি মধুর ভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তজ্জন্য আমি প্রথমেই মালবিকাগ্নিমিত্রে হস্তক্ষেপ করিলাম। নাটকীয় ঘটনার আভাস পাইলে পাঠক পাঠিকাদের বুঝিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া এখানে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম। মালবিকাগ্নিমিত্রের আখ্যান বস্তু এইরূপ ;—

ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠে জানা যায়—খ্রী: পূঃ ১৭৮ অব্দে মগধের বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী মৌর্য্য-সম্রাটগণকে বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্ব্বক নিহত করিয়া তাঁহাদের সেনাপতি পুষ্পমিত্র ভারত-সাম্রাজ্য অধিকার করেন এবং নিজ পুত্র অগ্নিমিত্রকে সম্রাট্-পদে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং পূর্ব্বের ন্যায় সেনাপতি-পদেই অবস্থান করেন। অগ্নিমিত্রের রাজধানী মধ্যভারতের বিদিশানগরী। বিদিশার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহার আধুনিক নাম "ভিল্‌শা"। ভিল্‌শায় রাজপুতানা-মালব-রেলওয়ের একটি ষ্টেসন আছে। অগ্নিমিত্র সম্রাট্-পদে অভিষিক্ত হওয়ায় ভারতের সকল প্রদেশেরই রাজন্যগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়েন। ঐ সময়ে বিদর্ভের প্রাচীন-রাজবংশ-সম্ভূত কুমার মাধবসেন নব সম্রাটের পরিতোষ বিধানের নিমিত্ত আপনার

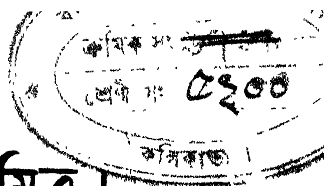
ভগিনী ভুবনমোহিনী সুন্দরী মালবিকাকে সম্রাটের করে অর্পণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়া পাঠান। সম্রাট্ পরম আনন্দের সহিত উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন এবং তদনুসারে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। মাধবসেন অচিরে স্বীয় ভগিনীকে লইয়া বিদিশায় যাত্রা করিলেন। এ দিকে তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা যজ্ঞসেন দেখিলেন যে, এই বিবাহ সম্পন্ন হইলে রাজ্যে মাধবসেনের আধিপত্য অধিক হইবে, সুতরাং তিনি উহা সহ্য করিতে না পারিয়া পথিমধ্যে সসৈন্যে মাধবসেনকে আক্রমণ করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধ সময়ে মাধবসেনের মন্ত্রী সুমতি এবং তাঁহার বিধবা ভগিনী কৌশিকী উভয়ে ধনরত্ন সহ মালবিকাকে লইয়া পলায়ন করেন। পথে একদল বণিকের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহাদের দলে মিশিয়া বিদিশাভিমুখে গমন কালে একদল দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েন। দস্যু-হস্তে সুমতি প্রাণত্যাগ করিলে সহোদরা কৌশিকী উহা দেখিয়া সেই স্থানে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। দস্যুরা ধনরত্ন সকল হস্তগত করিয়া মালবিকা সহ প্রস্থান করে। কিন্তু মালবিকার অসামান্য রূপমাধুরী দর্শনে তাহাকে কোন রাজকুমারী মনে করিয়া নিজেরা রাখিতে সাহস করিল না, ধনরত্ন আত্মসাৎ করিয়া বিদিশারাজ্যের প্রত্যন্ত দুর্গ-রক্ষক বীরসেনের হস্তে মালবিকাকে অর্পণ করিল। বীরসেনের ভগিনী সম্রাট্ অগ্নিমিত্রের মহিষী। এই রূপবতী বালিকাকে তিনি আপন ভগিনীর নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। মহিষী মালবিকাকে অন্তঃপুরে রাখিয়া তাহার নৃত্য গীত অভিনয় শিল্প সাহিত্য ইত্যাদি শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া সযত্নে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ওদিকে কৌশিকীর চৈতন্য লাভ হইল। তিনি ভ্রাতার সহসা মৃত্যুতে সংসারের ক্ষণভঙ্গুরতা চিন্তা করিতে করিতে পদব্রজে বিদিশায় আসিয়া বৌদ্ধ-পরিব্রাজিকার ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই ঐ বিদুষী রমণীর সহিত মহিষীর পরিচয় হইল এবং উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব এবং প্রীতি সংস্থাপিত হইল। সুতরাং রাজ-অন্তঃপুরে কৌশিকীর অবাধ যাতায়াত হইতে লাগিল। তিনি মালবিকাকে চিনিতে পারিয়াও কোন বিশেষ কারণবশতঃ তাহা মহিষীর নিকট ব্যক্ত করিলেন না। এদিকে অল্প দিনের মধ্যেই মাধবসেনের বিপদের সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। তিনি সৈন্য প্রেরণ পূর্ব্বক মাধবসেনকে কারামুক্ত করিয়া যজ্ঞসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। অতঃপর রাজ-অন্তঃপুরে অবস্থান-কালে কিরূপে মালবিকার সহিত সম্রাটের প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং প্রথম দর্শনাবধি তিনি ইঁহার প্রতি কিরূপ অনুরক্ত হইয়া পড়েন, এবং নানা প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও কিরূপেই বা গোপনে তাঁহাদের মিলন সম্ভব হইয়াছিল এবং নারী-হৃদয়ের কি মহান্ প্রেমের বশবর্ত্তিনী হইয়া দেবী-স্বরূপিণী সেই দেবী ধারিণী, আপনার আরাধ্য দেবতার এই চিত্ত-বিভ্রাট্ দর্শনেও বিচলিত না হইয়া মূর্ত্তিমতী ক্ষমার ন্যায় নিঃস্বার্থ স্বামিসেবার সার্থকতা দেখাইয়া জগতে চিরস্মরণীয়া হইয়া গিয়াছেন, তৎ সমুদয় এই পুস্তকে বিবৃত রহিয়াছে সুতরাং তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। উপসংহারে আর কি বলিব? আমার জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে পরিশ্রমের ক্রুটী করি নাই, এখন সহৃদয় পাঠক পাঠিকারা যদি ইহা পাঠ করিয়া আমার উদ্দেশ্যকে কিছু পরিমাণেও কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হয়েন, তবেই আমার সকল শ্রম সফল মনে করিব।

ইতিপূর্ব্বে যে সকল মনীষী এই মালবিকাগ্নিমিত্রের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজগুণে এই নগন্যার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন এবং দয়ালু পাঠক পাঠিকারা যে অনুকম্পা পূর্ব্বক এই পুস্তকের সকল প্রকার ভ্রম প্রমাদ সংশোধন করিয়া লইবেন ইহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কলিকাতা,
৭নং সর্ট ষ্ট্রীট,
১০ই বৈশাখ।
শকাব্দ ১৮৩১।

শ্রীবিমলাদাসগুপ্তা।



মালবিকাগ্নিমিত্র।

প্রথম অঙ্ক।

আশীর্ব্বাদ।

ভক্তদিগের বহু ফলপ্রদ পরম ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও যিনি ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী অকিঞ্চন পুরুষ, জায়া সহ সংমিশ্রিত-দেহ হইয়াও যিনি বিষয়ে অনাসক্ত যোগিশ্রেষ্ঠ, অষ্টমূর্ত্তিতে সমগ্র জগৎ ধারণ করিয়াও যিনি নিরহঙ্কার, সেই দেবাদি-দেব মহাদেব সৎপথ প্রদর্শনের নিমিত্ত তোমাদিগের চিত্তের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করুন।

(মঙ্গলাচরণান্তে) সূত্রধার। বাহুল্যে প্রয়োজন কি? (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) আর বিলম্ব কেন?

(প্রকাশ্যে) আর্য্য! এই দিকে!

(পারিপার্শ্বিকের প্রবেশ।)

বিদ্বন্। এই যে আমি!

সূত্রধার। এবার বসন্তোৎসবে মহাকবি কালিদাসের

রচিত "মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক অভিনীত হউক" সভ্যগণ আমাকে এরূপ আদেশ করেছেন। অতএব সংগীত আরম্ভ হউক।

পারিপার্শ্বিক। এরূপ করিবেন না। ধাবক সৌমিল্ল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের রচনা পরিত্যাগ করিয়া এই নূতন কবি কালিদাসের প্রবন্ধের প্রতি এত সম্মান প্রদর্শন কেন বুঝিতে পারি না।

সূত্রধার। ওহে! বিবেকশূন্যের মত বলিলে যে, দেখ! কাব্য পুরাতন হইলেই উৎকৃষ্ট হয় না, আবার নূতন বলিয়াও অগ্রাহ্য করা যায় না। পণ্ডিতগণ পরীক্ষার পর, তারতম্য বুঝিয়া ইহার আদর বা অনাদর করিয়া থাকেন। মূঢ়েরা কেবল পরের বিচারে নির্ভর করিয়া থাকে।

পারিপার্শ্বিক। আর্য্যমিশ্রগণই ইহার উপযুক্ত বিচারকর্ত্তা।

সূত্রধার। তবে ত্বরায় চলুন্। দেবী ধারিণীর সেবাদক্ষ পরিজনের ন্যায় আমিও সভ্যগণের প্রথম আজ্ঞাই শিরোধার্য্য করিলাম।

ইতি প্রস্থান।

প্রস্তাবনা।

(বকুলাবলিকার প্রবেশ।)

বকুলাবলিকা। শর্ম্মিষ্ঠা-কৃত ছলিক নাটক অভিনয়ে নবাগতা মালবিকার কতদূর নৈপুণ্য জন্মেছে জান্‌বার জন্য দেবী ধারিণী আমাকে নাট্যাচার্য্য গণদাসের নিকট পাঠিয়েছেন। যাই দেখি তবে সঙ্গীতশালায়।

গমনোদ্যত--(এমন সময়ে আভরণ হস্তে
দ্বিতীয়া পরিচারিকার প্রবেশ।)

(দ্বিতীয়াকে দেখিয়া) প্রথমা। সখি কৌমুদিকে! বলি! এতটা অবহেলা কেন? সম্মুখ দিয়া' চলে গেলে একবার চোখ্ তুলে চাইলে না।

দ্বিতীয়া। (আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে ঈষৎ হাস্য করিয়া) ওমা! তাইত! বকুলাবলিকা যে! সখি! শিল্পীর নিকট হতে দেবীর এই অঙ্গুরীয়কটী নিয়ে ইহার শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি কেমন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলুম, তাতেই এত তিরস্কার শুন্‌তে হলো!

প্রথমা। ঠিক জায়গায়ই দৃষ্টিটা পড়েছিল যা হোক! আংটীর অপূর্ব্ব কিরণ ছটাতে তোমার হাতে যেন ফুল ফুটেছে বলে বোধ হচ্চে।

দ্বিতীয়া। তারপর, চলেছো কোথায় ?

প্রথমা। দেবীর আদেশ মত আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা কোর্‌তে যাচ্ছি যে, এই নবাগতা মালবিকা অভিনয় শিক্ষায় কেমন পটু।

দ্বিতীয়া। আচ্ছা সখি! এত সাবধানে দূরে দূরে রাখা সত্ত্বেও, রাজা ইঁহাকে কেমন কোরে দেখ্‌লেন বল দেখি ?

প্রথমা। আঃ তা জাননা ? চিত্রপটে দেবীর পাশে চিত্রিত দেখেছেন।

দ্বিতীয়া। সে কেমন ?

প্রথমা। বলি, শোন! দেবী যখন চিত্রশালায় গিয়ে ছবিতে আচার্য্যের নূতন বর্ণপ্রয়োগ দেখ্‌ছিলেন, সেই সময়ে হটাৎ প্রভু উপস্থিত।

দ্বিতীয়া। তারপর! তারপর!

প্রথমা। রাজা সেখানে উপস্থিত হোলে রাণী তাঁর যথাযোগ্য অভ্যর্থনা কোর্‌লেন। পরে তিনি দেবীর পাশে একাসনে উপবেশন কোরে চিত্রে পরিজন-পরিবেষ্টিত দেবীর পাশে এই পরিচারিকাটিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

দ্বিতীয়া। কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ?

প্রথমা। দেবীর পাশে চিত্রিত এই অপূর্ব্ব সুন্দরী কে?

দ্বিতীয়া। (স্বগত) আকৃতি বিশেষেই সমুচিত আদর হয়ে থাকে। (প্রকাশ্যে) তার পর।

প্রথমা। কিন্তু দেবী তাঁর প্রশ্ন কাণেই তুল্‌লেন না, দেখে একদিকে আশঙ্কা আরএক দিকে আগ্রহ ক্রমেই বাড়্‌তে লাগ্‌লো। যতই তিনি এই একই প্রশ্ন বারংবার জিজ্ঞাসা কোর্‌তে লাগ্‌লেন, ততই দেবীকে নীরব থাক্‌তে দেখে বালিকা বসুলক্ষ্মী হঠাৎ বলে উঠ্‌লো, "আর্য্য এ যে মালবিকা।"

দ্বিতীয়া। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ঠিক বালিকার মতই কথা বটে! তারপর কি হোলো বল!

প্রথমা। আবার কি হবে? স্বামীর দর্শনপথ হতে একেবারে বেমালুম গোপনে রাখা হচ্ছে।

দ্বিতীয়া। সখি! যাও! আপনার কাজ কর গিয়ে, আমিও দেবীর কাছে অঙ্গুরীয়ক নিয়ে যাই।

প্রস্থান।

প্রথমা। (যাইতে যাইতে দেখিয়া) এই যে নাট্যাচার্য্য সঙ্গীতশালা হতে বাইরে আস্‌ছেন, আমিও তবে এই সময় তাঁকে দেখা দেই গিয়ে।

(গণদাসের প্রবেশ।)

গণদাস। সকলেই আপন আপন কুলবিদ্যার যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে, তাই নাটকাদিতে আমাদের গৌরব প্রদর্শনও কিছুই অন্যায় নহে। মুনিগণ দেবতাদিগের নয়নতৃপ্তিকর এই নাট্যাভিনয়কে মনোহর যজ্ঞ মনে করেন। ইহা হরগৌরীরূপ দেহে দ্বিধা বিভক্ত। ইহাতে সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিগুণ-বিশিষ্ট লোক-চরিত্রের নানা ভাব প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং ইহা ভিন্নরুচি লোকদের অনেক প্রকারে পরিতৃপ্ত করিবার একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়।

বকুলাবলিকা। (নিকটে আসিয়া) আর্য্য! আপনাকে বন্দনা করিতেছি।

গণদাস। ভদ্রে! চিরজীবিনী হও।

বকুলাবলিকা। আর্য্য! দেবী জান্‌তে চান, আপনার শিষ্যা মালবিকা উপদেশ গ্রহণে বিশেষ ক্লান্তি বোধ করেন না ত?

গণদাস। ভদ্রে! দেবীকে জানাইও যে আমার এই শিষ্যা বড়ই নিপুণা এবং মেধাবিনী। বেশী আর বল্‌বো কি! উপদেশ দিবার সময় আমি তাঁহাকে যে যে রূপ ভাব এবং অঙ্গভঙ্গি করিতে নির্দ্দেশ করি, তাহাতে তিনি

এমনি সুন্দররূপে অভিনয় করেন যে, দেখিয়া মনে হয় আমাকেই বুঝি তিনি পুনরায় শিক্ষা দিতেছেন।

বকুলাবলিকা। (স্বগত) তবে ত ইনি রাণী ইরাবতীকেও পরাজয় করিবেন দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) যে শিষ্যার প্রতি গুরু এতই প্রসন্ন সে শিষ্যা ধন্য!

গণদাস। ভদ্রে! এমনটী পাওয়া দুর্লভ জানিয়াই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, দেবা ইহাকে এনেছেন কোথা হতে?

বকুলাবলিকা। বীরসেন নামে দেবীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নর্ম্মদাতীরে রাজ্যের প্রান্তদুর্গ রক্ষণার্থ নিযুক্ত আছেন। তিনি এই শিল্পনিপুণা বালিকাকে ভগিনীর নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেছেন।

গণদাস। (স্বগত) আকৃতি দেখিয়াই অনুমান করা যায়, ইনি কোন উচ্চকুলোদ্ভবা। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! আমিও ইহাঁর শিক্ষকের কার্য্য করিয়া যশস্বী হইব সন্দেহ নাই। কেননা সমুদ্রশুক্তিতে মেঘের জল পতিত হইলে যেমন তাহা মুক্তারূপে পরিণত হয়, সেইরূপ পাত্র বিশেষে ন্যস্ত হইলে শিক্ষকের শিক্ষা-নৈপুণ্যও গুণাধিক্য প্রাপ্ত হয়।

বকুলাবলিকা। আর্য্য! আপনার শিষ্যা এখন কোথায় আছেন?

গণদাস। অভিনয়ে অঙ্গচালনাদি দ্বারা ক্লান্ত হয়েছেন ব'লে এখন ইহাকে কিছুকাল বিশ্রাম কোর্‌তে অনুমতি করেছি। তাই সম্প্রতি সরোবর সম্মুখস্থ গবাক্ষদ্বারে বসিয়া শীতল বায়ু সেবন কর্‌ছেন।

বকুলাবলিকা। আর্য্য! যদি অনুমতি করেন, তবে আমি এখন সেখানে গিয়া আপনার পরিতোষ জানাইয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন ক'রে আসি।

গণদাস। আচ্ছা সখীর সহিত গিয়ে দেখা কর। আমিও তবে এই অবসরে আপন আবাসে গমন করি।

প্রস্থান।

(অতঃপর পরিজনবেষ্টিত রাজা এবং তৎসমীপে
উপবিষ্ট—পত্র হস্তে মন্ত্রীর প্রবেশ।)

রাজা। (অমাত্যহস্তে পত্র দেখিয়া) বাহতক! বিদর্ভপতি কি মনে করেন?

অমাত্য। দেব! আত্মবিনাশ!

রাজা। বর্ত্তমান অভিসন্ধি কি? জান্‌তে ইচ্ছা করি।

অমাত্য। সম্প্রতি ত তিনি এই লিখেছেন—"পূজনীয় সম্রাট্ অগ্নিমিত্র আমাকে আদেশ করিয়াছেন, 'তোমার পিতৃব্য-পুত্র মাধবসেন আমার সহিত তাঁহার ভগিনীর বিবাহে প্রতিশ্রুত হইয়া আমার নিকট

আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে তোমার অন্তপাল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অবরুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাকে এখন পরিজনবর্গ এবং ভগিনী সহ মুক্ত করিয়া দেও, এই আমার অনুরোধ"। আপনি কি জানেন না যে এক বংশোৎপন্ন রাজগণের প্রতি অন্য নরপতিগণ কিরূপ আচরণ করিয়া থাকেন? আপনি এস্থলে নিরপেক্ষ থাকুন। ইঁহার সহোদরা আবার গোলযোগের সময় পথে অপহৃতা হইয়াছে; তাঁহার অনুসন্ধানেও যত্ন করিব। আপনার অনুরোধ সাদরে পালন করিয়া মাধবসেনকে অবশ্যই মুক্ত করিয়া দিব তবে"—(এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া অমাত্য বলিয়া উঠিলেন) "একবার মতলবটা শুনুন্ পরে কি লিখিয়াছেন।" (পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করিয়া) "ইতিপূর্ব্বে আপনাকর্ত্তৃক আমার যে শ্রেষ্ঠ অমাত্য শ্যালক বন্দী হইয়াছেন, যদি এখন অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে আপনি মুক্ত করিয়া দেন, তবে মাধবসেনকেও আমি অবিলম্বে কারামুক্ত করিব।"

রাজা। (ক্রোধান্বিত হইয়া) কি! কার্য্য বিনিময়ের ব্যবস্থা আমার সঙ্গে? বাহতক! বিদর্ভপতি যখন রাজকীয় নিয়মানুসারে আমার চিরশত্রু আছেনই, তখন আমার সহিত বিপক্ষাচরণ করাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। অত-

এব পূর্ব্ব সংকল্পিত এই শত্রুর বিনাশের নিমিত্ত সৈন্যসামন্ত সংগ্রহপূর্ব্বক সেনাপতি বীরসেনকে প্রস্তুত হইয়া অগ্রগামী হইতে বল।

অমাত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

রাজা। আচ্ছা! তোমার এবিষয়ে কি অভিমত শোনা যাক্।

অমাত্য। মহারাজ শাস্ত্র-সম্মত আদেশই করেছেন, কেন না সদ্যরোপিত শিথিলমূল তরু যেমন সহজেই উন্মূলিত হয়, সেই রূপ নবপ্রতিষ্ঠিত রাজাও অচির-প্রচারিত শাসনপ্রণালী প্রজাদিগের মধ্যে বদ্ধমূল না হওয়ায় বিপক্ষ কর্ত্তৃক সহজে উন্মূলিত হইয়া থাকেন।

রাজা। রাজনৈতিক পণ্ডিতগণের কথা মিথ্যা নহে, তবে এখন এই কারণ উপলক্ষ করিয়া সেনাপতিকে ডাকাইয়া যুদ্ধের আয়োজন করা হউক।

অমাত্য। যে আজ্ঞা মহারাজ!

প্রস্থান।

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূষক। (স্বগত) রাজা আমাকে আদেশ করেছিলেন "গৌতম! মালবিকার প্রতিমূর্ত্তি পটে দেখে ত আর আশা মিটছে না, ইঁহার সাক্ষাৎ দর্শনলাভের উপায়

চিন্তা কর।” আমিও যে যে উপায় স্থির করেছি, তাঁকে নিবেদন কোরে আসি।

(রাজার সম্মুখে গমন।)

রাজা। (বিদূষককে দেখিয়া) এই যে ! আমার অন্য কার্য্যের মন্ত্রী উপস্থিত।

বিদূষক। (নিকটে আসিয়া) মহারাজের সর্ব্বাঙ্গীন বিজয় কামনা করি !

রাজা। কি হে ! আমার মনস্কামনা সিদ্ধির কোন উপায় উদ্ভাবন করতে পেরেছ কি ?

বিদূষক। উপায় কি ? এখন কার্য্যসিদ্ধির কথা জিজ্ঞাসা করুন না।

রাজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) সে কিরূপ ?

বিদূষক। (রাজার কানে কানে) এই এই।

রাজা। বয়স্য ! তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি যাই। কার্য্যের আরম্ভের নিপুণতা দেখে আমার নিরাশ প্রাণেও আশার সঞ্চার হয়েছে। দেখ ! সহায়বান্ ব্যক্তি শত বাধা সত্ত্বেও কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। চক্ষুষ্মান্ হইলেও দীপ বিনা অন্ধকারে কেহ সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পায় না ;

(নেপথ্যে) থাম থাম, আর আপন গুণ গাইতে হবে

না ; রাজার নিকটে চল, তিনিই আমাদের দুজনের মধ্যে কে উত্তম, কে অধম স্থির করিবেন।

রাজা। (শুনিতে পাইয়া) সখে! এরি মধ্যে সুনীতি-বৃক্ষে ফুল ফুটেছে যে!

বিদূষক। ফলও শীঘ্রই ফলিতে দেখিবেন।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চুকী। দেব! অমাত্য জানাইতেছেন যে প্রভুর আজ্ঞা সমস্তই পালন করা হইয়াছে। সংপ্রতি হরদত্ত এবং গণদাস উভয়ে আপন আপন জয় কামনা করিয়া মূর্ত্তিমান্ দুইটী ভাবের ন্যায় আপনাকে দর্শন করিতে আসিতেছেন।

রাজা। তাঁহাদিগকে আসিতে বলা হউক।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞা মহারাজ!

প্রস্থান।

(উভয়ের সহ পুনঃ প্রবেশ।)

কঞ্চুকী। এই দিকে, এই দিকে আসুন।

গণদাস। (রাজাকে দেখিয়া) অহো! রাজমহিমা বোঝা ভার। তিনি যে আমার পরিচিত নহেন এমনও নহে, অথবা তিনি যে উগ্রস্বভাবাপন্ন তাহাও নহে, তথাপি শঙ্কিত-চিত্তে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইতেছি, সাগরের

ন্যায় তিনি যেন আমার নেত্রপথে ক্ষণে ক্ষণে নব নব ভাব ধারণ করিতেছেন।

হরদত্ত। মহাপুরুষোপযোগী দেহ-মহিমাই বটে! দ্বৌবারিকের অনুমোদনে প্রবেশ লাভ করিয়া এবং সিংহাসন পার্শ্বস্থিত সহচর (কঞ্চুকা) সহ সমুপস্থিত হইয়াও কেবলমাত্র বাক্য সমাদর ব্যতীত ইহাঁর এই তেজোময় দেহকান্তি এবং প্রদীপ্ত দৃষ্টিপাতে আমি যেন অগ্রসর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছি।

কঞ্চুকী। এই মহারাজ, আপনারা মহারাজের নিকটে আসুন। (উভয়ে নিকটে আসিয়া) মহারাজের জয় হউক।

রাজা। আপনাদের শুভাগমন ত? (পরিজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) ইহাঁদিগের বসিবার আসন দাও।

উভয়ে আসনে উপবিষ্ট হইলে।

রাজা। অভিনয় শিক্ষা দিতে দিতে আপনাদিগের এ স্থানে আগমনের কারণ?

গণদাস। দেব! শ্রবণ করুন। নিপুণ গুরুর নিকট অভিনয়-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, মহারাজের অনুগ্রহে নাট্যাচার্য্য পদে নিযুক্ত হইয়াছি, তারপর দেবীও এই নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন—

রাজা। হাঁ! তা ত জানি?

গণদাস। আর সেই আমাকেই কি না প্রধান প্রধান ব্যক্তির সম্মুখে "এ আমার পদধূলিরও যোগ্য নয়" বলিয়া অপদস্থ করে!

হরদত্ত। দেব! ইনিই ত আগে বিবাদ আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন "সমুদ্রে আর ডোবাতে যে প্রভেদ, আমাতে আর তোমাতেও ঠিক ততই প্রভেদ।" আপনিই আমাদের বিচারকর্ত্তা। আমাদের উভয়ের নাট্যশাস্ত্রে জ্ঞান এবং প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখিয়া স্বয়ং ইহার মীমাংসা করুন।

বিদূষক। এ উত্তম সঙ্কল্প।

গণদাস। প্রথম কল্প। মহারাজ! অনুগ্রহ করতঃ অভিনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

রাজা। কিছুকাল বিলম্ব করুন। দেবীর অসাক্ষাতে ইহার মীমাংসা হইলে তিনি পক্ষপাতিতা সন্দেহ করিতে পারেন; অতএব পণ্ডিতকৌশিকী সহ তাঁহার সমক্ষে বিচারই সঙ্গত হইবে।

বিদূষক। মহারাজ ঠিকই কহিয়াছেন!

আচার্য্যদ্বয়। দেবের যেরূপ অভিরুচি।

রাজা। মৌদ্গল্য! এই প্রস্তাবের কথা জানাইয়া পণ্ডিতকৌশিকী সহ দেবীকে আহ্বান করিয়া এস্থানে আন।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞা মহারাজ !

প্রস্থান।

(দেবী ও কৌশিকীসহ পুনঃ প্রবেশ।)

কঞ্চুকী। এই দিকে এই দিকে আসিতে আজ্ঞা হয়।

ধারিণী। (পরিব্রাজিকাকে দেখিয়া) ভগবতি ! হরদত্ত এবং গণদাস উভয়ের মধ্যে কাহার জয় সম্ভব মনে করেন।

পরিব্রাজিকা। স্বপক্ষের পরাজয় আশঙ্কা করিবেন না ! গণদাস, প্রতিবাদী হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহেন।

ধারিণী। হাঁ তা ঠিক ! তবে স্বয়ং রাজার নির্ব্বাচিত বলিয়া তাঁহার পক্ষের প্রাধান্য ত ধরা কথা।

পরিব্রাজিকা। আপনার এই "রাণী" নামের গুরুত্বও একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। নিশাগমে অনল যেমন দিবাবহ্নি অপেক্ষা অত্যধিক জ্যোতিঃ ধারণ করে, তেমন রজনীযোগে দিবসে নিষ্প্রভ চন্দ্রও সম্যক্ জ্যোতিষ্মান্ হইয়া থাকে।

বিদূষক। বেশ ! বেশ ! সহচরী পণ্ডিতকৌশিকীকে সঙ্গে লইয়া দেবী ধারিণী আসিতেছেন।

রাজা। এই যোগিবেশধারিণী কৌশিকীর সহিত, ধর্ম্ম-বিভূষিতা দেবী ধারিণীকে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন অধ্যাত্মবিদ্যার সহিত বেদবিদ্যা শোভা পাইতেছেন।

পরিব্রাজিকা। (রাজার নিকটে আসিয়া) মহারাজের বিজয় কামনা করিতেছি।

রাজা। ভগবতি! আপনাকে অভিবাদন করি।

পরিব্রাজিকা। মহারাজ! মহাশক্তিশালিনী এবং ফলশস্যপ্রসবিনা মূর্ত্তিমতী ক্ষমার ন্যায় দেবী ধারিণী এবং ভূতধারিণী পৃথিবীর উপর সুদীর্ঘকাল প্রভুত্ব করুন।

ধারিণী। আর্য্যপুত্রের জয় হউক।

রাজা। দেবীর নির্ব্বিঘ্নে আগমন ত? (পরিব্রাজিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) ভগবতি! আসন গ্রহণ করুন।

সকলে উপবিষ্ট।

রাজা। ভগবতি! উপস্থিত এই হরদত্ত এবং গণদাস উভয়ের মধ্যে নাট্যশাস্ত্র-বিষয়ে স্ব স্ব প্রাধান্য বিচার মীমাংসার নিমিত্ত আপনাকে মধ্যস্থ মনন করিয়াছি।

পরিব্রাজিকা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) এ পরিহাসের প্রয়োজন? নগর থাকিতে গ্রামে আসিয়া রত্ন-পরীক্ষা কেন?

রাজা। না, তা নয়, এস্থলে স্বার্থের অনুরোধে আপন আপন পক্ষ সমর্থন করিবার আশঙ্কা আমার যেমন আছে দেবীরও তেমনি আছে। আপনি পণ্ডিতা সকলই জ্ঞাত আছেন।

আচার্য্যদ্বয়। মহারাজের উপযুক্ত উক্তিই বটে! ভগবতীই আমাদিগের দোষগুণ বিচারের যোগ্য পাত্রী।

রাজা। তবে এখন বিচার-যোগ্য বিবাদের প্রস্তাব হউক।

পরিব্রাজিকা। দেব! নাট্যশাস্ত্রের ত অভিনয়ই প্রদর্শিত হইয়া থাকে জানি, কিন্তু এস্থলে এবিষয়ের কেবল বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? দেবীর কি মন্তব্য শুনিতে ইচ্ছা করি।

দেবী। আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ত, ইঁহাদের বিবাদ আমার মোটেই ভাল লাগিতেছে না।

গণদাস। দেবি! উভয়ে সমশাস্ত্রবিৎ হইয়া আমি কেন নিজের পরাভব মানিয়া লইব?

বিদূষক। ওহে! কেবল উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থাই দেখিতে পাই যে? আপনাদের বৃথা বেতন বাটাই সার।

দেবী। তুমি এত কলহপ্রিয় কেন?

বিদূষক। হে কোপনে! এরূপ বলিবেন না, দুইটী মত্তহস্তীব একটি নির্য্যাতিত না হইলে অন্যের শান্তি কোথায়?

রাজা। ভগবতী যে নিতান্ত অভিনিবেশ পূর্ব্বক উভয় নাট্যাচার্য্যের অঙ্গসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করিতেছেন।

পরিব্রাজিকা। হাঁ তা ঠিক!

রাজা। ইঁহাদিগকে তবে এখন কি করিতে আদেশ কাৰবেন?

পরিব্রাজিকা। আমার বক্তব্য এই যে, কোন কোন শিল্পী অভিনয়-ব্যাপারে স্বয়ংই অভ্যস্ত, আবার কেহ কেহ বা অভিনয় শিক্ষাদানে সিদ্ধহস্ত; কিন্তু যিনি এই উভয়বিধ কলাতে সম্যক্ নিপুণ, নাট্যাচার্য্যদিগের মধ্যে তিনিই অগ্রগণ্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য।

বিদূষক। আপনারা দুজনেই ভগবতীর কথা শুনিলেন ত? ইহার মর্ম্মার্থ এই যে অভিনয় দর্শন করিয়া বিচার করা হইবে, কেমন তাই না?

হরদত্ত। ঠিক আমাদের মনোমত ব্যবস্থাই হয়েছে।

গণদাস। দেবি! তবে এই স্থির হইল?

দেবী। যদি মন্দমেধা শিষ্যা শিক্ষার সুফল দেখাইতে না পারে, তাহাতে কি আচার্য্যের শিক্ষা দেওয়ার দোষ প্রকাশ পায়?

রাজা। দেবী তা বলিতে পারেন, কিন্তু অপাত্র নির্ব্বাচনে শিক্ষকের নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায় না কি?

দেবী। (অন্যের অগোচরে) এখন করি কি? (গণদাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ্যে) আর্য্যপুত্রের

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া কিছু লাভ আছে কি? নিরর্থক এই গোলোযোগটা না করাই ত ভাল মনে করি।

বিদূষক। দেবী বেশ বলেছেন। ওহে আচার্য্য গণদাস! নিত্য সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া সরস্বতীর প্রসাদে পরম সুখে দিনপাত করিতেছে; কেন বৃথা একটা বিবাদ বাধাইয়া শেষে নিগ্রহ ভোগ করিবে?

গণদাস। দেবীও যে এই মর্ম্মেই বলিয়াছেন তাহার আর ভুল নাই। তবে এই সুযোগে আমার যা কিছু বক্তব্য আছে, বলিয়া ফেলি, অবধান করিতে আজ্ঞা হয়। "আমি লব্ধপ্রতিষ্ঠ" এই জ্ঞানগরিমায় যিনি কার্য্যক্ষেত্রে দৈবাৎ পরাজয় আশঙ্কা করিয়া পরনিন্দাও সহ্য করিতে প্রস্তুত, আর জীবিকা-নির্ব্বাহই যাঁহার শিল্পশিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য, জ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে জ্ঞান-বিক্রয়ী বণিক্ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

দেবী। আপনার শিষ্যা অতি অল্পদিন যাবৎ শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন। এই অপরিণত অবস্থায় অভিনয় করাইয়া তাঁহাকে কেন মিছা অপদস্থ করিবেন?

গণদাস। এত অল্পকালের শিক্ষায় আমার শিষ্যা কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, একবার তাহা আপনাদিগকে দেখাইব বলিয়াই আমারও এত আগ্রহ জানিবেন।

দেবী। তাহা হইলে ভগবতীর সমক্ষে আপনাদের উভয়ের শিক্ষা-নৈপুণ্য দেখান হউক।

পরিব্রাজিকা। দেবি! সেটা কি উচিত হইবে? সর্ব্বজ্ঞ হইলেও একাকী বিচার ন্যায় সঙ্গত নহে।

দেবী। (অন্যের অগোচরে) অয়ি মূঢ়ে! কার কাছে এই লুকোচুরি! দিব্য যে চাহিয়া আছে, চক্ষে যার তন্দ্রার লেশ মাত্র নাই তাহাকে ঘুমন্ত রাখিবার ব্যবস্থা! (বলিতে বলিতে অভিমানভরে পার্শ্ব পবিবর্ত্তন করিয়া বসিলেন)।

(রাজার পরিব্রাজিকাকে দেবীর অবস্থা প্রদর্শন)।

পরিব্রাজিকা। হে ইন্দুমুখি! প্রভুর প্রতি এত অভিমান কেন? স্বামীর প্রতি গৃহলক্ষ্মীদিগের একাধিপত্য থাকিলেও বিনা কারণে তাঁহাদের কুপিত হওয়া উচিত নহে।

বিদূষক। কারণ আছে বই কি? আত্মপক্ষ রক্ষা করা চাইত? (গণদাসকে লক্ষ্য করিয়া) ভাগ্যি দেবীর মেজাজটা একটু বিগড়াইয়াছে তাই ত রক্ষা পাইলে? ওহে! কেবল সুশিক্ষিত হইলেই ত হয় না, পরীক্ষা দ্বারা গুণাগুণের বিচার হওয়াও আবশ্যক।

গণদাস। দেবি! একবার শুনিতে আজ্ঞা হয়। লোকে ত এই রূপ অপবাদ দিয়া থাকে, তাহাতেই সম্প্রতি অভিনয়ব্যাপারে নিজের শিক্ষা-নৈপুণ্য দেখাইতে ইচ্ছা



প্রথম দৃশ্য।

(বিদিশার রাজভবন পারিবারিক নাট্যশালা।)

মালবিকা সঙ্গীত ও নৃত্য করিতেছেন।

করি, অতএব অনুমতি করুন। নতুবা আপনার নাট্যাচার্য্যের পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইব।

(আসন হইতে উত্থানের উদ্যোগ)।

দেবী। কি আর করি! শিষ্যা-সম্বন্ধে আচার্য্যের আব্‌দার রাখিতেই হয়।

গণদাস। মহারাণীর মর্‌জি! কখন না জানি আবার মতিগতি ফিরিয়া যায়, তাই ভয় হচ্চে।

(রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)।

দেবীর অনুমতি ত পাইলাম, এখন মহারাজের আজ্ঞার অপেক্ষা, কোন্ বিষয় অভিনীত হইবে?

রাজা। ভগবতী যাহা আদেশ করিবেন।

পরিব্রাজিকা। দেবীর মনোগত ভাব না জেনে কিছু নির্দ্দেশ কর্‌তে সাহস হচ্চে না।

দেবী। প্রভুর আপন পরিজনবর্গের প্রতি প্রভুত্ব স্মরণ ক'রে নির্ভয়ে বলুন।

রাজা। আমার প্রতি এ কথাটাও বলিও।

পরিব্রাজিকা। দেব! শার্ম্মিষ্ঠাকৃত চতুষ্পদীযুক্ত ছলিক নামক নাটক প্রয়োগ করা অত্যন্ত দুরূহ। অতএব এই একই বিষয়ে উভয় নাট্যাচার্য্যের শিক্ষা-নৈপুণ্য দেখিলে সহজেই পার্থক্য বিচার করা যাইতে পারিবে।

আচার্য্যদ্বয়। ভগবতীর আদেশ সর্ব্বথা পালনীয়।

বিদূষক। তাহা হইলে আপনারা দুজনে নেপথ্যে সঙ্গীত রচনা করিয়া মহারাজের উপস্থিতির নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিবেন। তাই বা বলি কেন? একেবারে পাখোয়াজের আয়োজেই আন্‌মনা হইয়া আপ্‌না হইতেই আমাদিগকে গাত্রোত্থান করিতে হইবে।

হরদত্ত। তবে তাহাই করা যাউক।

সকলের উত্থান।

(গণদাস দেবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে।)

দেবী। (গণদাসকে লক্ষ্য করিয়া) আর্য্য! আপনার জয় হউক। চিরদিনই আমি আর্য্যের শুভ কামনা করিয়া আসিতেছি জানিবেন।

আচার্য্যদ্বয় প্রস্থানোদ্যত হইলে।

পরিব্রাজিকা। এদিকে আসিতে আজ্ঞা হয়।

আচার্য্যদ্বয়। (নিকটে আসিয়া) এই যে আমরা!

পরিব্রাজিকা। বিচারের অধিকার পাইয়াছি বলিয়াই বলাটা অসঙ্গত মনে করি না যে, বেশভূষার আড়ম্বরে যেন অভিনেত্রীদিগের স্বাভাবিক অঙ্গসৌষ্ঠব প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখা না হয়।

উভয়ে। এ বিষয়ে কি আবার আমাদিগকে উপদেশ দিতে হইবে?

আচার্য্যদ্বয়ের প্রস্থান।

দেবী। (রাজাকে লক্ষ্য করিয়া) রাজকার্য্যে যদি আর্য্যপুত্রের এতটা নৈপুণ্য থাকিত, তবেই না যথার্থ শোভা হইত?

রাজা। অন্যরূপ মনে করিও না। হে মনস্বিনি! এই অভিনয় ব্যাপারে আমার কোনই অভিসন্ধি ছিল না। সমবিদ্য ব্যক্তিগণ প্রায়ই পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া থাকেন।

নেপথ্যে মৃদঙ্গধ্বনি; সকলের কর্ণ দান।

পরিব্রাজিকা। অহো! কি সুমধুর সঙ্গীত? যেন গম্ভীর এই মুরজ-মধ্যম-স্বরে মেঘ-গর্জ্জন-আশঙ্কী ময়ূরগণের মধুর কেকারবের ন্যায় মনোহারী এই মূর্চ্ছনার তান চিত্তকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে।

রাজা। দেবী এখন তবে রঙ্গালয়ে গিয়া সকলের সহিত সভায় উপবেশন করা যাউক।

দেবী। (স্বগত) আর্য্যপুত্রের একি অবিনয় আমারি সমক্ষে আমারই সর্ব্বনাশের আয়োজনে এতই অধীরতা প্রকাশ।

সকলের উত্থান।

বিদূষক। (অন্যে না শুনিতে পায় এমন ভাবে) ধীরে ; আহা! একটু ধীরেই চলুন না? এতটা বাড়াবাড়ি দেখ্‌লে দেবী যে সন্দেহ কর্‌বেন।

রাজা। করি কিহে বয়স্য! মনস্কামনা-সিদ্ধিসূচক এই শ্রুতিমধুর মুরজ-বাদ্যধ্বনি ধৈর্য্যাবলম্বন সত্ত্বেও যে আমাকে কেমন ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

ইতি সকলের প্রস্থান—প্রথম অঙ্ক শেষ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

বয়স্য সহ রাজা, ধারিণী, পরিব্রাজিকা এবং অন্যান্য সখিগণের সঙ্গীতশালায় প্রবেশ ও উপবেশন।

রাজা। ভগবতি! উভয় নাট্যাচার্য্যের মধ্যে কাহার প্রয়োগ প্রথমে প্রদর্শিত হইবে?

পরিব্রাজিকা। ইহাঁরা সমবিদ্য হইলেও বৃদ্ধত্বের অনুরোধে আচার্য্য গণদাসেরই অগ্রে আরম্ভের অধিকার পাওয়া ন্যায্য মনে করি।

রাজা। তবে যাও হে মৌদ্গল্য; ভগবতীর আদেশ কার্য্যে পরিণত করাইয়া আইস।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞা মহারাজ!

ইতি প্রস্থান।

(গণদাসের প্রবেশ।)

গণদাস। মহারাজ! শর্ম্মিষ্ঠাকৃত এই নাটকখানি চারি অঙ্কে বিভক্ত, তন্মধ্যে ছলিক নামক অংশের অভিনয় অনন্যমনে সন্দর্শন করিতে আজ্ঞা হয়।

রাজা। আচার্য্য! আপনাদের প্রতি বহুমান-প্রযুক্ত আমি যে সম্পূর্ণ একাগ্রচিত্ত হইয়া আসিয়াছি। এখন তবে রঙ্গমঞ্চে পাত্র প্রবেশ করান হউক।

(গণদাসের নিষ্ক্রমণ।)

রাজা। (অন্যের অগোচরে) বয়স্য!

নেপথ্যস্থিতা মালবিকার দর্শন-লালসায় অধীর হইয়া, আমার চক্ষু দুইটি যেন এই যবনিকার আবরণ ভেদ করিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে।

বিদূষক। (অন্যের অগোচরে) সম্মুখেই নয়নমধু উপস্থিত। এখন পানের অবসর, অতএব একাগ্রচিত্তে পান করুন।

(তাহার পর, মালবিকাকে লইয়া আচার্য্যের প্রবেশ।)

বিদূষক। (অন্যের অগোচরে) দেখুন, মহারাজ! দেখুন! পরের ইচ্ছাধান পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াও ইহাঁর দেহসৌন্দর্য্য কেমন মধুর, একবার দেখুন!

রাজা। (অন্যের অগোচরে) বয়স্য। প্রথমে চিত্র-লিখিত মালবিকার অলৌকিক রূপমাধুরী দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া আশঙ্কিত-চিত্তে ভাবিয়াছিলাম—বুঝি বা এত সৌন্দর্য্য বাস্তবে সম্ভবে না; কিন্তু সম্প্রতি ইহাঁকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অনুমান করিতেছি, এই অনুপম ললিত

লাবণ্য অঙ্কনোপযোগী উপকরণই হয়ত সে শিল্পীর ছল না; যে শিল্পী আলেখ্যে ইহাঁর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া ছিল।

গণদাস। বৎসে! সঙ্কোচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হও।

রাজা। (স্বগত) অহো! সকল অবস্থাতেই সৌন্দর্য্যের কি অপূর্ব্ব মধুরতা! আঁখি যুগল সুবিশাল, বদন শরদিন্দুনিভ, বাহুলতা স্কন্ধে আনত, বক্ষ প্রশস্ত হইলেও ঘনোন্নত স্তনদ্বয়ে সংক্ষিপ্ত, পার্শ্বদেশ সুমার্জ্জিত, মধ্যভাগ মুষ্টিমেয়, নিতম্ব অপরিমিত, চরণদ্বয় কুঞ্চিতাঙ্গুলা-শোভিত; ফলতঃ নৃত্যাচার্য্যের যেরূপ মনের ভাব ইঁহার দেহও যেন (বিধাতা) ঠিক সেইরূপই নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

মালবিকা প্রথমে রাগিণী-বিশেষের আলাপ করিয়া
পরে গান আরম্ভ করিলেন।)

"প্রিয়জন যদি দুর্লভ তবে হে আমার চিত্ত! তুমি বাসনা বিবর্জিত হও। অহো! তবে আবার বাম নেত্র স্পন্দিত হইয়া আমার এই দুর্দম আকাঙ্ক্ষাকে পুনরায় উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছে কেন? বল তবে কেমন করিয়া আমি আমার মানস চক্ষে চিরবিরাজিত হৃদয়-

রঞ্জনের পুনরায় দর্শন লাভ করিব? হে নাথ! এই প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নিতান্ত পরাধীনা কিন্তু ইহাকে তোমাতেই একান্ত অনুরাগিণী জানিও।

অতঃপর ভাবের অনুরূপ অভিনয়।

বিদূষক। (অন্যের অগোচরে) ওহে বয়স্য! এযে গান উপলক্ষ্য করিয়া ইনি তোমাতেই যে একেবারে আত্মসমর্পণ করিলেন।

রাজা। সখে! আমাদের মনের ভাব এই রূপই বটে। প্রেমের গতিবিধিতে অনভিজ্ঞা এই সরলা বালিকা তাহার প্রেমাস্পদের পার্শ্বস্থিতা দেবী ধারিণীর সমক্ষেই অভিনয়চ্ছলে অঙ্গভঙ্গি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক "হে নাথ! আমি জন্মাবধি তোমাতেই একান্ত অনুরক্ত" এই সঙ্গীতে যেন আমাকেই তাহার নবপ্রদীপ্ত প্রেমরাগ জানাইতেছে।

সংগীত শেষ হইলে মালবিকা যাইতে উদ্যত।

বিদূষক। (সানুনয়ে) ওগো একটু অপেক্ষা কর। একটা কাজ যে ভুল হয়েছে, তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি।

গণ। বৎসে! ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া যাহা কিছু করণীয় আছে একেবারে সাঙ্গ করিয়া যাও।

মালবিকার অবস্থিতি।

রাজা। (স্বগত) আহা! চারুতা সকল অবস্থায়ই বিভিন্ন শোভা ধারণ করে। সন্ধিস্থলে স্থিত বলয়ালঙ্কৃত বামহস্ত নিতম্বে বিন্যস্ত করিয়া এবং বিগলিত মুক্তাবিশিষ্ট দক্ষিণহস্ত বৃক্ষশাখার ন্যায় নিশ্চল রাখিয়া ভূমিতলে বিক্ষিপ্ত কুসুমরাশিতে রক্ষিত পাদাঙ্গুষ্ঠের প্রতি ন্যস্ত-দৃষ্টি এই যে দণ্ডায়মান আয়তার্দ্ধ দেহভঙ্গিমা, ইহা যেন নৃত্যকালে অঙ্গচালনা-চাতুর্য্য অপেক্ষাও অধিকতর মনোহারী বোধ হইতেছে।

দেবী। গৌতম যখন যাহা বলেন আর্য্যপুত্র তাহাই করেন।

গণদাস। না না তা বলিবেন না। মহারাজের সহানুভূতিই গৌতমের সূক্ষ্মদর্শিতা প্রমাণ করে যে। এই দেখুন, নির্ম্মলীফলের ঘর্ষণে যেমন পঙ্কিল জলও পরিষ্কৃত হয়, তেমনি বিদ্বানের সংসর্গগুণে অপাত্রেও পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া থাকে। (বিদূষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) তার পর অভিনয় দেখিয়া মহারাজ কি বলিতেছেন? একবার বল দেখি শুনি।

বিদূষক। (গণদাসের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) কৌশিকীকে আগে জিজ্ঞাসা করুন, আমার বক্তব্য পরে বলিব।

গণদাস। ভগবতি! তবে এখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক মতামত প্রকাশ করুন।

পরিব্রাজিকা। যাহা দেখিলাম সকলই ত প্রশংসনায়। যেহেতু বিনা বাক্যে কেবলমাত্র অঙ্গভঙ্গিতেই মনোগত ভাব বিশেষভাবে পরিব্যক্ত এবং ইঁহার পাদবিন্যাসও তাল-লয়-মানযুক্ত, আর প্রেমরসেও ইনি ভরপূর। ঈষৎ হস্তচালনা ব্যতীত অন্য দেহ-চেষ্টাবিহীন এই অভিনয় হৃদয়কে বিষয়ান্তর হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক যেন ইঁহাতেই মুগ্ধ করিয়া রাখিতে চায়।

গণদাস। মহারাজ! কিরূপ মনে করিতেছেন।

রাজা। আর আমাদের স্বপক্ষের গর্ব্ব রহিল কৈ?

গণদাস। অদ্য আমার নৃত্যাচার্য্য নাম সার্থক হইল। অগ্নিতে কাঞ্চন পরীক্ষিত হইয়া মলিন না হইলে যেমন তাহার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়, সেই রূপ বিদ্বান্ লোকের বিচারে হীন না হইলে সে উপদেশও উৎকৃষ্ট বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে।

দেবী। আর্য্য ভাগ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

গণদাস। দেবি! আপনার অনুগ্রহেই আমার জয় হইল। (বিদূষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) গৌতম! এইবার তোমার মনে যাহা আছে বল।

বিদূষক। প্রথম অভিনয় দর্শন করাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণপূজা কর্ত্তব্য, তাহা আপনারা বিস্মৃত হইয়াছেন।

পরিব্রাজিকা। প্রয়োগানুসঙ্গিক প্রশ্নই বটে!

(সকলের হাস্য। মালবিকার হাস্য দেখিয়া)

রাজা। (স্বগত) আমার মুগ্ধ নয়ন, এই মোহন হাসির মত মনোহারী দৃশ্য আর কি দেখিবে? আমি যে এই বিশালাক্ষীর ঈষৎহাস্য-বিকশিত শুভ্র-দন্ত-শোভিত আননে সেই অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত উচ্ছ্বসিত শতদলের মনোরম আভা সন্দর্শন করিলাম।

গণদাস। বলি, মহাব্রাহ্মণ! এই তো আর আমাদের প্রথম যজ্ঞ সাধন নয়? তাহা না হইলে কি আর এতদিন আপনার পূজা করা হইত না।

বিদূষক। তবে কি আমি শুষ্ক মেঘগর্জ্জন শুনিয়া পিপাসিত চাতকের ন্যায় চীৎকার করিলাম।

পরিব্রাজিকা। তাহা বৈ কি?

বিদূষক। পরের পরিতোষে বিশ্বাস করিয়া যাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, তাহারা যে নিতান্ত নির্ব্বোধ তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাক্, যদি উপস্থিত অভিনয় ব্যাপার আপনাদের মতে অনিন্দনীয় হইয়া থাকে, তবে এই

বলয়টী ইঁহাকে উপহার স্বরূপ দেওয়া যাউক। (এই বলিতে বলিতে রাজার হস্তের আভরণ আকর্ষণ।)

দেবী। আহা হা! কর কি? অন্যের অভিনয় না দেখিয়া এখনই ইহাকে পারিতোষিক বিতরণ কেন?

বিদূষক। পরের দ্রব্য বলিয়া, নচেৎ দিতাম কি?

দেবী। (আচার্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আপনার শিষ্যার প্রদর্শনীয় আরো কিছু বাকি আছে না কি, এখনও শেষ হয় নাই?

গণদাস। বৎসে! চল এখন আমরা প্রস্থান করি।

(আচার্য্যের সহিত মালবিকার প্রস্থান।)

বিদূষক। (অন্যের অগোচরে) আমার ঘটে যেটুকু বুদ্ধি বিভব ছিল, সকলি ত এতাবৎ আপনার সেবায় নিঃশেষ করিলাম, এখন?

রাজা। শেষ হইতে দিব কেন? বয়স্য! এই যবনিকার অন্তরালে ইঁহার অন্তর্ধানে, আমার চক্ষুর সৌভাগ্য অস্তমিত হইয়াছে, অন্তঃকরণের আনন্দ অবসানপ্রায়, ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া আমি যে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

বিদূষক। (অন্যের অগোচরে) ভাল! অকিঞ্চন রোগীর আব্‌দারমত বৈদ্যেরই তাবার ঔষধও যোগাইতে হইবে নাকি?

(হরদত্তের প্রবেশ।)

হরদত্ত। দেব! সম্প্রতি আমার প্রয়োগ প্রদর্শনের অবসর উপস্থিত, একবার অনুগ্রহ-দৃষ্টি দ্বারা কৃতার্থ করুন।

রাজা। (স্বগত) আর দেখিব কি? দেখিবার আছেই বা কি? যাহা দেখিবার দেখিলাম, সে দেখা আর আমায় কে দেখাইবে? (কিঞ্চিৎ সহৃদয়তা অবলম্বন পূর্ব্বক প্রকাশ্যে) হাঁ আপনার অভিনয় দেখিবার জন্য আমরা অত্যন্ত উৎসুক।

হরদত্ত। পরম আপ্যায়িত হইলাম, মহারাজ!

নেপথ্যে। মহারাজের জয় হউক। মধ্যাহ্ন সমাগত। এখন পদ্মপত্রের ছায়াতলে হংসশ্রেণী অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রে বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ করিতেছে। প্রচণ্ড-তপন-তপ্ত সৌধ-শিখরস্থ চন্দ্রশালায় পারাবত-বৃন্দ আর প্রবেশ করিতে চাহিতেছে না; ঘূর্ণ্যমান বারি-যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত বিন্দু বিন্দু জলকণার প্রত্যাশায় পিপাসু ময়ূরগণ তৎপার্শ্বে পদ সঞ্চারণ করিতেছে। সূর্য্য যেন সমগ্র প্রখর-কিরণ-জাল দ্বারা হে মহারাজ! আপনারই যশঃ-প্রভা বিকীর্ণ করিতেছেন।

বিদূষক। তাইত! আমাদের ভোজন-বেলা যে উপস্থিত, কিন্তু বৈদ্যগণের বিধিমতে অসময়ে আহার

মহারাজের স্বাস্থ্য পক্ষে অতীব অনিষ্টকারী। হরদত্ত! বল দেখি কি করা যায়?

হরদত্ত। হাঁ! এ বিষয়ে আর কি কাহারও কিছু বলা চলে?

রাজা। (হরদত্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আচ্ছা! তবে আগামী কল্য আপনার প্রয়োগ দর্শনের ইচ্ছা রহিল। অদ্য আপনি বিরত হউন।

হরদত্ত। মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।

[প্রস্থান]

দেবী। আর্য্যপুত্র! তবে আসুন মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করিবেন।

বিদূষক। দেবি! আজ বিশেষ ভাবে পান ভোজনের আয়োজনে সত্বর হউন।

পরিব্রাজিকা। (উঠিতে উদ্যত হইয়া) মহারাজের কল্যাণ হউক। (ইতি দেবী সহ প্রস্থান)

বিদূষক। ওহে কেবল রূপে কেন? গুণেও এমনটী আর হয় না।

রাজা। বয়স্য! এই অনুপম দেহ-মহিমায় মনোহারী শিল্প-গুণ-গরিমা মিশাইয়া বিধাতাপুরুষ যেন কামদেবের এক অপূর্ব্ব বিষাক্ত বাণ সৃষ্টি করিয়া আমাকে দগ্ধ

করিতে সংকল্প করিয়াছেন। অধিক আর কি বল্‌বো? আমি এখন তোমার এক মহাচিন্তার পাত্র হয়ে পড়েছি।

বিদূষক। আর প্রভুও যেন আমার বিষয় একটু চিন্তা করেন। আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরটা দোকানের ভাজনা খোলার মত দগ্ধ হচ্চে যে!

রাজা। আহা! তাইত! যাও যাও! ভোজনের ব্যবস্থা কর গিয়ে।

বিদূষক। আপনার কৃপা-দৃষ্টিই আমার যথেষ্ট পুরস্কার মনে করি। কিন্তু করি কি? মালবিকার সাক্ষাৎ দর্শনলাভ তো বড় সোজা কথা নয়। সে, মেঘশ্রেণীতে ঢাকা জ্যোৎস্নার মত। পরের সঙ্গ ছাড়া তাহাকে একাকিনী পাইবেন কোথায়? আর আপনিও ত আমিষলোলুপ ভীরু গৃধ্রের ন্যায় কেবল বধ্য-স্থানেই ঘুরিয়া বেড়াইতে চাহেন। মর্ম্ম-পীড়ায় এতই কাতর হয়েছেন যে, মাদৃশ-জনের প্রতিই আবার ইহার প্রতিকারের ভার অর্পণ করিতে প্রস্তুত।

রাজা। কিরূপে পীড়ার উপশম হইবে বল? এই মোহনাক্ষী যে, সকল অন্তঃপুর-বনিতা হইতে আমার বিভক্ত প্রেমকে বিচ্যুত করিয়া সম্পূর্ণ তাঁহারি একাধিপত্যে সংস্থাপিত করিয়াছেন। (সকলের নিষ্ক্রমণ)

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

(পরিব্রাজিকার পরিচারিকা সমাহিতিকার প্রবেশ।)

সমাহিতিকা। ভগবতীর আদেশ, "সমাহিতিকে! প্রভুকে উপহার দিবার নিমিত্ত বীজপূরক (লেবু) সংগ্রহ করিয়া আন।" অতএব উদ্যানপালিকা মধুকরিকার অনুসন্ধান করি। এই যে মধুকরিকা। স্বর্ণ-অশোক দেখিতে ব্যস্ত দেখিতেছি। যাই দেখি নিকটে।

(মধুকরিকার প্রবেশ)।

সমাহিতিকা। (নিকটে গিয়া) ওগো! তোমার বাগানের সব সুখবর তো?

মধুকরিকা। একি! সমাহিতিকা যে! সখি! শুভাগমন তো?

সমাহিতিকা। ভগবতী আজ্ঞা করেছেন যে, শূন্য হস্তে দেবীর দর্শন করিতে নাই, তাই বীজপূরক দ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন স্থির করেছেন।

মধুকরিকা। তার জন্যে তো আর দূরে যেতে হবে না। এই যে সম্মুখেই আছে দেখিতেছ না? সে ত গেল,

এখন বল দেখি পরস্পর বিবাদে রত নাট্যাচার্য্যদিগের মধ্যে কাহাকে ভগবতী প্রশংসা করিলেন ?

সমাহিতিকা। উভয়েই জ্ঞানী এবং প্রয়োগে নিপুণ, তবে শিষ্যার গুণে গণদাসই বিশেষত্ব লাভ করেছেন।

মধুকরিকা। হাঁ দেখ ! মালবিবার গুপ্ত ব্যাপারের কি একটা গুজব শুনি !

সমাহিতিকা। ওগো ! তা জাননা ! সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী নাকি প্রভুর ভারি সুনজরে পড়েছে, কেবল দেবীর ভয়ে মহারাজের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হচ্চে না। আর মালবিকা ও আজ কাল আতপশুষ্ক মালতী-মালার মত ক্ষণে জ্ঞান ক্ষণে অজ্ঞান এক রকম মূর্চ্ছিত প্রায়। আর খবর ত কিছু রাখি না ভাই, এখন বিদায় হই।

মধুকরিকা। এই নেও, এই বীজপূরকটী ভগবতীকে দিও।

সমাহিতিকা। (গ্রহণ করিয়া) ওগো ! সাধুসেবার পুণ্যফলে ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ফল লাভ কর, এই বাসনা। (প্রস্থানে উদ্যত)

মধুকরিকা। সখি ! চল আমিও সঙ্গে যাচ্ছি। দেবীকে গিয়ে নিবেদন করি যে, এত দিন অপেক্ষা করিয়াও

যখন স্বর্ণ-অশোকের কুসুমোদ্গম হইল না, তখন ইহার দোহদ-দানের (সাধ দেওয়ার) ব্যাবস্থা করা চাই।

সমাহিতিকা। তা তোমার যখন এ অনুরোধ করিবার অধিকার আছে, তখন বলিবে বই কি?

প্রবেশক।

[ইতি উভয়ের প্রস্থান।]

(তাহার পর, বিরহ-ক্লিষ্ট রাজা ও তৎসঙ্গে বিদূষকের প্রবেশ।)

রাজা। (নিজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) প্রিয়তমার আলিঙ্গন-সুখে বঞ্চিত দেহ ক্ষীণ হয় হউক, ক্ষণমাত্র তাঁহার অদর্শনে অসহ্য মর্ম্ম পীড়ায় আঁখি অশ্রুজলে অভিষিক্ত হয় হউক, ক্ষতি নাই, কিন্তু হে আমার হৃদয়! সেই হরিণাক্ষী তো তোমাকে তাঁহার সহবাস-জনিত ভূমানন্দে চির-নিমগ্ন রাখিয়াছেন। তবে তোমার এই পরিতাপ কিসের?

বিদূষক। কেন বৃথা এই বিলাপ রাজন্! আমি যে মালবিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাহার প্রিয়-সখী বকুলাবলিকাকে আপনার সকল সংবাদ বলে এসেছি।

রাজা। সে শুনিয়া কি বলিল?

বিদূষক। সে, বলিল "মহারাজকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিবেদন করিবেন, আমি তাঁহার আজ্ঞাবাহিকার কার্য্যে নিযুক্ত

হইয়া বিশেষ সম্মানিত হইলাম। কিন্তু দেবীকর্ত্তৃক মহামূল্য মণির ন্যায় অতিসন্তর্পণে গোপনে সুরক্ষিত হইয়া মালবিকা দুর্বিষহ যাতনা ভোগ করিতেছে। আচ্ছা! একবার চেষ্টার চূড়ান্ত করিয়া দেখা যাক্, আমা হইতে ইহার কোন প্রতীকার সম্ভবে কি না?"

রাজা। হে ভগবন্ কন্দর্প! একি তোমার কঠিন শাসন! প্রতিবন্ধকে যে প্রেমের উৎপত্তি, তাহার প্রতিও তোমার তেমনি নিপীড়ন! তবে আর আমা-হেন প্রেমিক জন প্রাণ-ধারণ করে কেমনে বল? (সবিস্ময়ে) কোথায় বা সেই হৃদয়-বিদারক নিদারুণ রোগ, আর কোথায় বা সেই বিশ্বাস-উৎপাদক ফুল শর। লোকে যাহা কোমল অথচ তীক্ষ্ণ বলিয়া থাকে, হে মন্মথ! তাহা কেবল তোমার এই অস্ত্র সম্বন্ধেই খাটে।

বিদূষক। মহারাজ! এত অধীর হইলে চলিবে কেন? ধৈর্য্য ধারণ করা চাই। আমি যে ব্যাধি বুঝিয়াই তাহার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি।

রাজা। বয়স্য! তবে এখন আমার এই বিরহক্লিষ্ট প্রাণ লইয়া দিবসের শেষ ভাগ কোথায় যাপন করি বল?

বিদূষক। রাণী ইরাবতী অদ্য তাঁহার পরিচারিকা নিপুণিকার হস্তে মহারাজের নিমিত্ত রক্তকুরুবক-আদি

বিবিধ বাসন্ত-কুসুমরাজি উপহার প্রেরণপূর্ব্বক নব বসন্তের শুভাগমনবার্ত্তা স্মরণ করাইতে গিয়া, তাহারি প্রমুখাৎ “অদ্য আর্য্যপুত্র সহ দোলায় আরোহণের সুখ অনুভব করিব” এই অভিলাষ জানাইয়াছেন। আপনিও এই সানুনয় আবেদন অকাতরে অনুমোদন করিয়াছেন। তবে আর দেরী কেন? চলুন প্রমোদ-বনাভিমুখে প্রস্থান করা যাউক।

রাজা। না হে! ক্ষমা কর। আমা-দ্বারা ও সব হইবে না।

বিদূষক। সে কি?

রাজা। তুমি বুঝিতেছ না যে, তোমার সখীর স্ত্রী-সুলভ বুদ্ধি-চাতুর্য্যের কাছে আমার এই অন্যাসক্ত-হৃদয়ের প্রতারণা প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না? তাই বলি, মনস্বিনী প্রণয়িনীর প্রেম-যাচিত অনুরোধ অবহেলা বরং শ্রেয়ঃ, কেননা তাহার বিশ্বাসযোগ্য কারণ অনেকই থাকিতে পারে; কিন্তু সমক্ষে পূর্ব্ব প্রেমানুরাগের বিকৃতি প্রদর্শন কি কখনও যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে?

বিদূষক। তাই বলিয়া অন্তঃপুরবাসিনী বনিতামণ্ডলীর প্রতি ব্যক্তিনির্বিশেষে আপনার যে অকৃত্রিম উদারতা আছে, সহসা তাহার ব্যতিক্রম করাই কি বড় শাস্ত্র-সম্মত হইবে?

রাজা। (কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া) আচ্ছা! তবে প্রমোদবনের দিকেই যাওয়া যাক্।

বিদূষক। এই দিকে চলুন মহারাজ!

[উভয়ের প্রস্থান।]

বিদূষক। আহা! মৃদুমন্দ-পবন-পরিচালিত পল্লব-রাজি, প্রমোদ-বনে প্রবেশের নিমিত্ত যেন আপনাকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিতেছে।

রাজা। (স্পর্শ অনুভব করিয়া) বসন্তাগম বাস্তবিকই প্রাণস্পর্শী! বয়স্য! শোন, শোন, উন্মত্ত কোকিলের শ্রুতি-মধুর কূজনে বসন্ত যেন সকাতরে আমার এই বিরহ-বেদনা সহনের ক্ষমতা জিজ্ঞাসা করিতেছে। আর আম্র-মুকুল-সুরভি-পূর্ণ দক্ষিণানিল-হিল্লোলে যেন আমার সঙ্গে প্রিয়জনকরতল-স্পর্শসুখের ন্যায় সহানুভূতি জানাইতেছে!

বিদূষক। তবে আর কি? এই বার প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত করুন।

[উভয়ের উদ্যানে প্রবেশ।]

বিদূষক। একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখুন, প্রমোদ-বন-লক্ষ্মী পুষ্পাভরণে আপনার অঙ্গরাগ বাড়াইয়া, মোহিনী যুবতীর অপরূপ কেশবিন্যাসেও বীতরাগ জন্মা-

ইয়া, কেমন এই অনন্যাসক্ত আগন্তুকের চিত্ত-বিভ্রাট ঘটাইবার উদ্যোগে আছেন!

রাজা। কি আশ্চর্য্য! তাইত হে! রক্তাশোকের রক্তিমায় বিম্বাধরের অলক্তকরাগ প্রতিফলিত করিয়া, আবার কৃষ্ণ শ্বেত লোহিত কুরুবক গুচ্ছে পত্রাবলীর চিহ্ন সকল অঙ্কিত করিয়া, তিলপুষ্পলগ্ন ভ্রমরের কৃষ্ণতায় নাসিকাগ্রভাগের তিলক-রেখা টানিয়া, প্রকৃতি-সুন্দরী যেন তরুণীগণের শিল্পি-সাধ্য সাজ সজ্জার বৈচিত্র্যকেও বিদ্রূপ করিতেছেন।

(উদ্যানেব শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে
উৎকণ্ঠিতা মালবিকার প্রবেশ।)

মালবিকা। কি বলিব! সম্পূর্ণ অপরিচিত জনে আত্মসমর্পণ করিয়া আমি যে আপনার কাছেই আপনি লজ্জিত আছি, তবে আর সখীজনকে এই অনুরাগের রহস্য জানাই কেমন করিয়া? জানিনা কন্দর্প আর কতকাল এই অসহ্য যাতনা ভোগ করাইবে? (কয়েক পা অগ্রসর হইয়া) কি করিতে আসিলাম! কোথায়ই বা যাচ্ছি? কিছুই ত স্মরণ নাই। কি করি, হাঁ তাইত! দেবী না আমায় আদেশ করেছিলেন "গৌতমের চাতুরীতে আমি দোলা হইতে পড়িয়া পায়ে আঘাত পাওয়ায় অচল অবস্থায়

পড়িয়া আছি, সুতরাং প্রমোদবনে যাইয়া রক্তাশোকের দোহদ-ব্যাপার (সাধ দেওয়া) সমাধা করা ত আমার পক্ষে অসম্ভব! তবে যাও তুমিই এ কার্য্য করিয়া আইস। যদি পঞ্চ-রাত্র মধ্যে উহার কুসুমোদ্গম হয়, তবে তোমার মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ করিয়া দিব জানিও” যাই দেখি তবে কর্ত্তব্য কাজে নিজেই অগ্রসর হই। চরণালঙ্কার লইয়া বকুলাবলিকা এখনি আসিবে। ততক্ষণ নির্জনে বিলাপ করি গিয়ে, ইহাতে বিরহ-বেদনা কতকটা লঘু হইবে।

[ইতি গমন।]

বিদূষক। (মালবিকাকে দেখিয়া) একি তাজ্জব ব্যাপার! মদিরা-রসে উত্তেজিত পিপাসার পরিতৃপ্তির নিমিত্তই কি সহসা এই সুরসাল সামগ্রীর সমাবেশ!

রাজা। ওহে! কি পাগলের মত বক্‌ছো!

বিদূষক। বক্‌বো আর কি! ওই যে, সামান্য পরিচ্ছদে ভূষিতা বিরহোৎকন্ঠিতা স্বয়ং মালবিকা একাকিনী এই দিকে আসিতেছেন।

রাজা। (সহর্ষে) কি! মালবিকা!

বিদূষক। হাঁ গো হাঁ।

রাজা। এতক্ষণে জীবন-ধারণ সম্ভব হইল! সখে! সারস-নিনাদে নিকটবর্ত্তিনী ঘনবৃক্ষাচ্ছাদিত স্রোতস্বতীর

সন্ধান পাইয়া তৃষার্ত্ত পথিকের চিত্ত যেমন হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠে, তোমার প্রমুখাৎ আমার চিরবাঞ্ছিতার সমীপে আগমনের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমার বিরহ-ক্লিষ্ট হৃদয় তেমনি উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছে।

রাজা। কোথায় তিনি ?

বিদূষক। এই যে ! বৃক্ষরাজির মধ্য হইতে বাহির হ'য়ে এই দিকেই আস্‌ছেন।

রাজা। হাঁ ইঁহাকে দেখ্‌তে পেয়েছি। নিতম্বিনা, ক্ষীণ-মধ্যা সমুন্নতস্তনা, আয়তলোচনা, আমার জীবন-স্বরূপিণী মালবিকাই যে আসিতেছেন। সখে দেখ, আহা ইঁহার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। যদিও এখন ইঁহার বিরহ-ব্যথিত প্রাণ আর আপনার অঙ্গরাগ সম্পাদন করিতে পারে না, তথাপি হে বয়স্য ! বৈশাখে পত্র-পরিবেষ্টিত, পরিমেয় পুষ্পে পরিশোভিত কুন্দলতার ন্যায় এই অল্পাভরণা মালবিকার গণ্ডস্থল আজিও শর-শাখার ন্যায় পাণ্ডু আভা ধারণ করে।

বিদূষক। আর দেখিতেছেন কি ? যে দশা আপনার, সেই দশা ইঁহারও ! মানসিক রোগ মহারাজ ! মানসিক রোগ !

রাজা। প্রণয়ে মানুষের মনের ভাব এই রূপই হয় বটে।

মালবিকা। এই অশোক-তরু আমারি মত আন্তরিক অবসাদ-প্রযুক্ত অঙ্গরাগে বীতস্পৃহ হইয়া আপনার কুসুমোদ্গম অপ্রকাশিত রাখিয়াছে ; অতএব ইহার ছায়া-শীতল মূলদেশে উপবেশন করিয়া চিত্ত বিনোদন করি।

বিদূষক। মহারাজ! শুনিলেন তো! আচ্ছা! প্রেম-উৎকণ্ঠায় এমনি উন্মনা করিয়া না তুলিলে, আর কি এই উচ্চ হৃদয়ের উদ্ভিদে আর মানবে অভেদ-জ্ঞান জন্মে ?

রাজা। এতদিন তোমার কথায় কোনই আশা ভরসা রাখি নাই ভাই। কিন্তু আজ এই অর্দ্ধ-নিমিলিত-নবপল্লব-আশ্রিত জল-কণা-মিশ্রিত কুরুবক-পুষ্পগন্ধবাহী মলয় পবন অকারণে অন্তরে উৎকণ্ঠার সঞ্চার করিতেছে।

(মালবিকার অশোক বৃক্ষতলে উপবেশন)।

রাজা। সখে! চল এই বার লতার অন্তরালে গিয়া লুকাইয়া থাকি।

বিদূষক। আশ্চর্য্য! দূরে কে ও! ইরাবতীর মত দেখিতেছি যে!

রাজা। এত কি ভয় দেখাইতেছ! প্রস্ফুটিত কমলিনীর দর্শন লাভ করিলে, করীর কি আর কুম্ভীর হাঙ্গরের দিকে দৃষ্টি থাকে ?

(ইহা বলিয়া মালবিকাকে দেখিতে লাগিলেন।)

মালবিকা। হৃদয়! এ সকল অসম্ভব আশা পরিত্যাগ কর, নিতান্ত যে নিঃসহায়, তাহার আবার কামনা-সিদ্ধি কি? আমাকে আর বৃথা ক্লেশ দিও না।

(বিদূষক রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন)।

রাজা। একবার প্রেমের মাহাত্ম্য দেখ! যদিও ইনি উৎকণ্ঠার কারণ কিছুই প্রকাশ করিতেছেন না; আর তর্কেতেও ইহার স্থির মীমাংসা অসম্ভব; তথাপি মনে হইতেছে, প্রিয়তমার প্রেম-পরিতাপের পাত্র আমি ব্যতীত অন্য কেহ নহে।

বিদূষক। আর দেরী নাই। এখনই মহারাজের সকল সংশয় দূর হবে। আমারি অনুরোধে বকুলাবলিকা এখানে আস্‌ছে, দেখ্‌ছেন নাকি! তার পর এহেন নির্জ্জন স্থানে গুপ্ত-প্রণয়-কাহিনী কথনে, চক্ষু কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হইবে এখনি।

রাজা। আঃ তুমিও যেমন! সে আবার আমার অনুরোধ স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে!

বিদূষক। কি দাসী-কন্যা প্রভুর আজ্ঞায় অবহেলা করিবে?

(চরণালঙ্কার হস্তে বকুলাবলিকার প্রবেশ।)

বকুলাবলিকা। সখি! সুখে আছো তো?

মালবিকা। ওমা! বকুলাবলিকা যে! ভাই! শুভাগমন তো? বসো।

বকুলাবলিকা। (উপবেশন করিয়া) তা বেশ! যোগ্য কাজের যোগ্য পাত্রীই জুটেছে। এবার এসো দেখি! ঐ রক্তিম চরণ-কমল, অঙ্গরাগে রঞ্জিত করিয়া তাহাতে পুনরায় নূপুর পরাইয়া একেবারে জগজ্জন-মনোহর করিয়া তুলি।

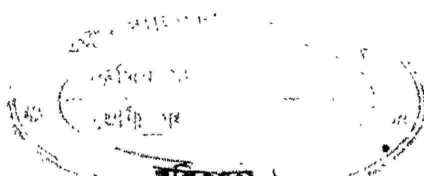
মালবিকা। (স্বগত) হে আমার মূঢ় মন! কেন মিছা সুখের অন্বেষণ? যদি সুখ সম্পদই মিলিবে, তবে এ কর্ম্মভোগ ভুগিবে কে? আজ কিনা এ পোড়া পায়ের আবার সাধের প্রসাধন? অথবা কে জানে বুঝি বা এই আমার অন্তিম বেশ রচনা!

বকুলাবলিকা। ওকি ও! এত কি ভাব্‌ছো? দেবী যে স্বর্গাশোকের কুসুমোদ্গমের প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছেন!

রাজা। একি তবে দোহদ-ব্যাপারের আরম্ভ?

বিদূষক। আহা! কিছুই যেন জানেন না। দেবী বুঝি বৃথা তবে নিজের অলঙ্কার দ্বারা ইঁহার অঙ্গ সাজাইবার ব্যবস্থা করেছেন।

মালবিকা। (পা বাড়াইয়া) এ পা আবার তোমাকে স্পর্শ করিতে হইল; ক্ষমা করিও বোন্?



বকুলাবলিকা। কেন সঙ্কুচিত হচ্ছো বোন্? আমিও যা তুমিও তাই নাকি?

(চরণ-সংস্কারারম্ভ)।

রাজা। বয়স্য! দেখ দেখ! ওই আরক্ত চরণ-প্রান্তের আর্দ্র অলক্তক-রেখা যেন হর-কোপানলে দগ্ধ কামতরুর নবপল্লব-স্নিগ্ধ আভা ধারণ করিয়াছে।

বিদূষক। তা! চরণ বুঝিয়াই রঙ্ ফুটিয়া উঠে! অহো! দেবীর পাত্রাপাত্র নির্ব্বাচনের নৈপুণ্যকে বলিহারি যাই।

রাজা। যা বলেছো ভাই! ঠিক্, কিশোরীর নব পল্লববৎ অলক্তকরাগে প্রদীপ্ত নখকান্তি-বিশিষ্ট আর্দ্র-চরণাঘাত, অকুসুমিত অশোকের কুসুমোদ্গমের কারণ ও বটে, আবার নব অপরাধী আনত-শির প্রেমাস্পদের চৈতন্য সঞ্চারেরও উপযুক্ত বটে।

বিদূষক। বয়স্য! ও চরণ-সরোজে বিক্রীত মস্তকের বিকৃতির আর বিলম্ব কি? ইহার পর পদে পদে, পদ্ম নয়নার এই পদাঘাত সহ্য করিতে হইবে, ব্যস্ত কেন?

রাজা। ভবিষ্যৎ-বক্তা ব্রাহ্মণের বাণী অবশ্যই অব্যর্থ। অতএব শিরোধার্য্য।

(তাহার পর মদোন্মত্তা ইরাবতী ও পরিচারিকার প্রবেশ।)

ইরাবতী। সখি নিপুণিকে! মদিরারসের মহিমা অশেষ। শুনিতে পাই ইহার আবেগে রূপবতী রমণীর সৌন্দর্য্য-সম্পদ্ আরো কত বিচিত্র শোভা ধারণ করে! তা সত্যি নাকি ভাই?

নিপুণিকা। এতদিন শোনা কথায় ততটা কাণ দেই নাই, কিন্তু আজ সম্মুখে এই দিব্য ললিত-লাবণ্যের ছড়াছড়ি দেখিয়া আর বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি কৈ?

ইরাবতী। যাও যাও! আমায় অত ভালবাসা দেখাইয়া কাজ নাই। আচ্ছা! দোলাগৃহ উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া প্রভু গেলেন কোথা বল দেখি?

নিপুণিকা। আর গেলেন কোথায়? অর্দ্ধাঙ্গীভাবে কান্তিময়ী যেখানে কান্তকেও সেই খানেই আস্‌তে হয়েছে।

ইরাবতী। আঃ ঠাট্টা রাখ না! আমাকে অত তোষামোদ কেন? মধ্যস্থ হইয়া এখন ইহার একটা মীমাংসা কর দেখি।

নিপুণিকা। আবার মীমাংসা করিব কি! আর্য্য গৌতম বসন্তোৎসবে উপহার পাইবার লোভে নিশ্চয়ই মহারাজকে বলেছে—"চলুন না একবার প্রমোদবনে যাওয়া যাক্" আমার ত ইহা ধ্রুব বিশ্বাস।

ইরাবতী। (মন্ত্যাবেশ-অনুরূপ পরিক্রমণ করিয়া) সখী! প্রাণ ত পাগল স্বামি-দর্শন জন্য কিন্তু এই আবেশ-বিহ্বল চরণ যে চ'ল্‌তে নারাজ, তার করি কি?

নিপুণিকা। এতক্ষণে দোলাগৃহে এসে পৌঁছান গেল।

ইরাবতী। কৈ না! তাঁহাকে ত দেখ্‌তে পাই না?

নিপুণিকা। দেখা পাবেন বই কি! হয় ত আপনার সঙ্গে কৌতুক কর্‌বেন ব'লে, কোনো বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে আছেন, চলুন, ততক্ষণ আমরা ঐ অশোক-তরুতলে লতাকুঞ্জ-পরিবেষ্টিত শিলামণ্ডপে গিয়া উপবেশন করি।

ইরাবতী। আচ্ছা! তবে তাই করি।

নিপুণিকা। (চতুর্দ্দিক্ বিলোকন করিয়া) ওমা! তাই ত, কি হবে? আমের মুকুল চয়ন কোর্‌তে এসে যে আমাদের পিঁপড়ের কামড় সইতে হলো।

ইরাবতী। নেও! এখন হেঁয়ালী রাখ।

নিপুণিকা। ওগো! হেঁয়ালী নয়! দেখ্‌ছেন না কি, ঐ অশোকের ছায়ায় বোসে বকুলাবলিকা মালবিকার চরণ অলঙ্কৃত কোরছে?

ইরাবতী। (মনে মনে আশঙ্কা করিয়া) এ তো মালবিকার আস্‌বার জায়গা নয়! এতে কি! মনে করো, ব্যাপার খানা কি?

নিপুণিকা। এতে বুঝিবার কি আছে ? দোলা হইতে পড়িয়া দেবীর চরণে যে বেদনা হয়েছে, তা সবাই জানে। সে চরণ লইয়া তো আর অশোকের দোহদ (সাধ দেওয়া) হেন ব্যাপার চলে না, কাজেই মালবিকাকেই সে কাজের ভার দিয়ে থাকিবেন ? নয় ত দেবীর চরণের নূপুর সে পায় কেমন করিয়া ?

ইরাবতী। যাই কেন বল না ! আমার মনে কেমন একটা ভারি খট্‌কা লেগেছে।

নিপুণিকা। যান্ যান্ ! এখন প্রভুর একটা খোঁজ খবর করুন গিয়ে। চুপ কোরে বোসে থেকে লাভ কি ?

ইরাবতী। তুমি তো বলিয়া খালাস্ ! এখন যাইব যে কেমনে তাই ভাবনা ! আমার অবস্থাটা ত দেখ্‌তে পাচ্ছো, পা যে চলে না ? কিন্তু সন্দেহ যখন একবার প্রবেশ করেছে, তখন ইহার একটা হ্যাস্তন্যাস্ত কোর্‌তেই হবে। (হঠাৎ মালবিকাকে দেখিয়া স্বগত) তাই বলি ! সাধে কি সন্দেহ আর এ যাতনা ভোগ !

বকুলাবলিকা। (মালবিকার পা দেখাইয়া) একবার রঙের বাহারটা দেখই না ? পছন্দ সই হলো কি ?

মালবিকা। আপন পায়ের প্রশংসা, ছি ! লজ্জা করে

যে! তবু জিজ্ঞাসা কোর্‌তে পারি কি, কোন্ শিল্পী তোমা হেন শিষ্যা পাইয়া ধন্য হয়ে ছিলেন?

বকুলাবলিকা। আর শিল্পী কে, স্বয়ং প্রভুই যে আমার শিক্ষাগুরু।

বিদূষক। (রাজার দিকে লক্ষ্য করিয়া) যাও তবে এখন! আর দেরী কেন? অবিলম্বে গুরু-দক্ষিণাটা আদায় করিয়া আন' গিয়ে।

মালবিকা। কি আশ্চর্য্য! এমন গুণে বিভূষিতা হয়েও কি না আত্মম্ভরিতার ধার ধার না।

বকুলাবলিকা। আগে এ কথাটা বলিলেও বা শোভা পাইত; কিন্তু সংপ্রতি এহেন চরণারবিন্দের যৎকিঞ্চিৎ শিল্প-চাতুরী প্রদর্শন কোরে নিশ্চয়ই গর্ব্ব অনুভব কর্‌বো। (অলক্ত-রঞ্জিত চরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে) তা এ গর্ব্ব হবেই বা না কেন; আমার মনোরথ সিদ্ধ হয়েছে। (প্রকাশ্যে) কি বল; চরণের রাগ-রেখা বিন্যাস ত শেষ হলো, এখন কেবল ফুঁ দেওয়া বাকি। তাই বা বলি কেন? যে মৃদুমন্দ মলয়-মারুত বহিতেছে, আর কি মুখ-মারুতের প্রয়োজন হবে?

রাজা। বয়স্য! দেখ দেখ এই নব অলক্ত-রাগে

রঞ্জিত আর্দ্র-চরণ ফুৎকারে বিশুষ্ক করাই এখন আমার প্রেম-সোহাগ প্রদর্শনের সর্ব্বপ্রথম অবসর উপস্থিত।

বিদূষক। বলি! এত অনুতাপ কেন, এখনই হয়েছে কি? চিরকাল এরূপ সেবার অবসর হবে।

বকুলাবলিকা। সখি! আজ যে চরণখানি সত্য সত্যই শতদলের অরুণ কিরণ বিকীরণ কোরছে। এখন সর্ব্বতোভাবে প্রভুর হৃদয়-রঞ্জন কর, এই বাসনা।

(ইরাবতী নিপুণিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন)

রাজা। আমার পক্ষে ইহা আশীর্ব্বাদ!

মালবিকা। অধীন জনে আর ধৃষ্টতাচরণের মন্ত্রণা দিও না বোন্!

বকুলাবলিকা। মন্ত্রণা দিবার অধিকার আছে বলিয়াই ত আস্পর্দ্ধা রাখি।

মালবিকা। আহা আমার প্রতি তোমার অকৃত্রিম অনুরাগ দেখিয়া অবাক্ হই যে।

বকুলাবলিকা। শুধু কি আমার?

মালবিকা। আর আবার কার?

বকুলাবলিকা। তোমার গুণের মহিমা বুঝেন যিনি তাঁর—আমাদের প্রভুর?

মালবিকা। যাও, মিছে কথা বল কেন? আমাতে আবার কি গুণ আছে?

বকুলাবালিকা। তা সম্প্রতি যে তোমাতে নাই সেটা ঠিকই বলেছো। তোমার তাবৎ গুণাবলী প্রভুর সুন্দর দেহকে কৃশ এবং পাণ্ডুবর্ণ করিয়া দিয়া তাহাতেই অবস্থিতির বাসনা জানাচ্ছে দেখ্‌তে পাচ্ছি।

নিপুণিকা। গণিত-শাস্ত্র যেমন ভাবি-তত্ত্ব-জ্ঞাপক, এও দেখ্‌ছি তেমনি হতাশ প্রাণের আশা-উদ্দীপক।

বকুলাবলিকা। অনুরাগের কাছেই আবার অনুরাগ ধরা পড়ে, প্রেমিক জনের এই যে সার উক্তি একবার নিজেই তাহা সপ্রমাণ কর না, দেখি।

মালবিকা। ও কি। আপনার মন গড়া মন্ত্রণা দিচ্ছো বুঝি।

বকুলাবলিকা। না না না! আমার মন গড়া হবে কেন? এ সকল প্রেমযাচিত মোহন বচন স্বয়ং প্রভুই যে স্বজন-প্রমুখাৎ প্রেরণ করেছেন।

মালবিকা। সবই ত বুঝিলাম! কিন্তু দেবীর সেই অরুণ দৃষ্টিপাত মনে হইলেই যে আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

বকুলাবালিকা। কি পাগল! ভ্রমর হূল ফুটাইবে বলিয়া কি নববসন্তাগমে আম্র-মুকুল অপ্রস্ফুটিত থাকিবে?

মালবিকা। যাও, যাও। ও সকল মিষ্ট কথায় আমাকে তুষ্ট করিতে আসিও না। যে জাহান্নবে গিয়েছে তার কাছে গিয়ে ও সকল চাটূক্তি ফলাও।

বকুলাবলিকা। কি! বকুল ফুল বিমর্দ্দন ভিন্নও পূর্ণ সুবাসিত হয় ব'লে তার যে চিরকাল সুখ্যাতি আছে, আজ সেই নাম ধারণ করেছি বলে আমাকেও সেইরূপ মনে করিও, বকুলাবলি যে স্বতই পূর্ণ সুরভি হইতে পারে আমিই তাহার একমাত্র মূর্ত্তিমান্ দৃষ্টান্ত, ইহা নিশ্চয় জানিও।

রাজা। বা! বেশ বলেছো বকুলাবলিকে! বেশ বলেছো। বয়স্য। ইনি মনোগত ভাব বুঝিয়া, আপনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-গুণে উচিত প্রত্যুত্তর প্রদানে পটু বলিয়া দূতীযোগ্য বাক্-চাতুর্য্য-ভার ইহাঁর উপর ন্যস্ত হয়েছে। প্রণয়-প্রলুব্ধ প্রাণ যে দূতীর অনুগ্রহাধীন একথা অতি সত্য।

ইরাবতী। দেখ্‌লে। এই বকুলাবলিকাই যত অনর্থের মূল! এরি কুমন্ত্রণায় মালবিকারও সাহস বেড়ে গিয়েছে।

নিপুণিকা। নিজে নির্বিকার থেকে পরকে কুমন্ত্রণা দিতে কেমন মজ্‌বুত দেখ্‌লেন ত রাণী!

ইরাবতী। ভাগ্যি সময় মত এ সকল ছল চাতুরী ধরা পড়্‌লো। এখন দেখি এর প্রতিশোধ নেওয়া যেতে পারে কি না।

বকুলাবলিকা। আর এক পায়ের অঙ্গরাগও সাঙ্গ হলো! এবারে এসো নূপুর পরাইয়া দি। (নূপুর পরান) এখন উঠ দেখি! যাও দেবীর আদেশ মত অশোকের পুষ্প বিকাশ সাধন করাও গিয়ে।

(উভয়ের দণ্ডায়মান)

ইরাবতী। দেবীর আদেশ ইত্যাদি কি কি বলিল, সব তো শোনা গেল। সে যাক্ গিয়ে।

বকুলাবলিকা। এই যে সম্মুখেই, তোমার অনু-গ্রহাভিলাষে উৎকণ্ঠিত হইয়া অধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছেন!

মালবিকা। কে? প্রভু!

বকুলাবলিকা। (কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া) ওগো! না গো না! বল্‌ছিলাম যে অশোকবৃক্ষ-শাখায় গুচ্ছ সকল ঝুলিয়া আছে, তুলিয়া কেন কর্ণাভরণ কর না?

(মালবিকার বিষাদ-পূর্ণ ভাব)

বিদূষক। মহারাজ! কেমন শুনিলেন?

রাজা। আর শুনিব কেমন ভাই! প্রেমাকাঙ্ক্ষী

জনের ইহা অপেক্ষা আর কি শুনিবার আছে? জানই ত প্রেমবিহ্বলা সহ প্রেমানুরাগ-বিহীনের মিলনও আমার রুচিকর নহে। কিন্তু প্রণয়াকৃষ্ট প্রেমিক প্রেমিকার পরস্পর প্রাপ্তি-নৈরাশ্যে দেহ-বিনাশেরও মাহাত্ম্য আছে।

(পুষ্পাভরণে অলঙ্কৃতা মালবিকা লীলাভরে অশোকের চরণমূলে পদদ্বারা স্পর্শ করিলেন)

রাজা। বয়স্য! ইনি এই অশোক বৃক্ষ হইতে কর্ণে ধারণ করিবার জন্য নবকিসলয় গুচ্ছ গ্রহণ করিয়া তাহারি প্রতিদানে আবার উহার পাদমূলে চরণ অর্পণ করিলেন। আমি হতভাগ্য কিন্তু এই উভয়ের প্রেম-বিনিময়-ব্যাপারে আপনাকে নিতান্তই বঞ্চিত মনে করিতেছি।

মালবিকা। এই অশোক যদি এখন আমার এত আশাপূর্ণ আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দিয়া আপনার পুষ্প বিকাশে অবহেলা দেখায় তবে আর ইহাকে অবাধ্য না বলিয়া আর বলিব কি?

বকুলাবলিকা। অমন অলক্তক-রঞ্জিত চরণ স্পর্শেও যদি চৈতন্য সঞ্চার না হয়, তবে উহারি নীরসতা সপ্রমাণিত হইবে; তা বলিয়া তোমাকে কেহ দোষী করিতে পারিবেনা, সেটা ঠিক জানিও।

রাজা। হে অশোক! এই তনুমধ্যার নূপুর-গুঞ্জরিত

নববিকশিত কমল-তুল্য কোমল পাদস্পর্শে অনুগৃহীত হইয়াও যদি উঁহাকে আজ তুমি তোমার দুর্লভ কুসুম উপহার দিতে কুণ্ঠিত হও, তবে জানিব এই প্রেমিকজন-অভিলষিত দোহদলীলার অদৃষ্টে নিতান্তই লাঞ্ছনা ভোগ লেখা ছিল। সখে! জিজ্ঞাসার অবসর পাই ত একবার সাধ মিটাইয়া আসি।

বয়স্য। চলুন না যাই। হাস্যালাপে ইঁহার দুঃখের প্রাণকে একবার দিলদরিয়া ক'রে দিয়ে আসি।

(উভয়েব প্রবেশ)

নিপুণিকা। রাণি! রাণি! মহারাজ যে! এ দিকেই আস্‌ছেন!

ইরাবতী। এ আবার নূতন খবর কি! আসিবেন যে, সেত জানা কথা! আমার মনেই লইয়াছিল।

বিদূষক। (নিকটে আসিয়া) পদাঘাত-যোগ্য প্রিয় বয়স্য উপস্থিত থাকিতে অশোকের উপর এই অত্যাচার কেন সুন্দরি! (উভয়ে সসম্ভ্রমে)। ওমা! প্রভু যে! মহারাজের জয় হউক।

বিদূষক। বকুলাবলিকে? তুমি যখন সকলই অবগত ছিলে তখন ইঁহার ধৃষ্টতাচরণে বাধা দিলে না কেন? (মালবিকা ভীতা)

নিপুণিকা। রাণি। আর্য্য গৌতমের রকমটা দেখিতেছেন তো?

ইরাবতী। তা কি আমায় ব'লে দিতে হবে? এ রকমটী না হইতে পারিলে কি আর এই ব্রাহ্মণাধমের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত?

বকুলাবলিকা। আর্য্য! দেবীর আদেশ পালন করিতেই আমাদের এখানে আসা। আজ্ঞা অবহেলা করিলে যে একেবারে পাতালপুরীতে প্রবেশ করিতে হইবে; দেব! দাসীর প্রতি প্রসন্ন হইতে আজ্ঞা হয়। (ইতি উভয়ের প্রণিপাত)।

রাজা। এরূপ হইলে অবশ্য তোমার কোন অপরাধ নাই। ভদ্রে! উঠ! (ইতি স্বহস্তে উত্তোলন)।

বিদূষক। হাঁ একথা যুক্তিযুক্ত—এ বিষয়ে দেবীর মান রাখা একান্ত উচিত।

রাজা। (হাস্য করিয়া) অয়ি! বিলাসিনি! এই কুসুম-কোমল চরণকমলে কঠিন তরুস্কন্ধ স্পর্শ করিতে গিয়া ক্লেশ বোধ কর নাই তো? (মালবিকাব সলজ্জভাব)

ইরাবতী। আহা আর্য্যপুত্রের হৃদয়খানি যেন নবনী ছানিয়া গড়া হয়েছে।

মালবিকা। বকুলাবলিকে! চল না, আমরা এখন

যাই। আমাদের কার্য্য যে শেষ হয়েছে, তাহা দেবীকে গিয়ে নিবেদন করি।

বকুলাবালিকা। আগে মহারাজের নিকটে বিদায়ের জন্য অনুমতি গ্রহণ কর।

রাজা। ভদ্রে! যাবে বইকি? যদি অবসর উপস্থিত হয়েছে, একবার আমার হৃদয়ের কথাগুলি শুনে যাও।

বকুলাবলিকা। (মালবিকার প্রতি) মন দিয়া শুনিয়া নিও গো বুঝিলে? (রাজার প্রতি) বলিতে আজ্ঞা হয় দেব!

রাজা। বহুকালাবধি আমাতে প্রেমপুষ্প স্বতই প্রস্ফুটিত হইয়াছে কিন্তু ফল উৎপন্ন হইতেছে না। সুন্দরি! তবু বড় সাধ হয় একবার স্পর্শামৃত রস ঢালিয়া দিয়া এই অনন্যাসক্ত প্রাণকে পরিতৃপ্ত কর।

ইরাবতী। আহা! ভিখারী জনের কাতর যাচ্ঞা পূরাও গো পূরাও। অশোকে ফুল নাও ফুটিতে পারে; কিন্তু ইহাতে ফুলের বদলে একেবারে ফলই ফলিবে, দেখিয়া নিও।

(সহসা ইরাবতীকে দেখিয়া সকলের আশ্চর্য্যান্বিত ভাব)

রাজা। (অন্যের অগোচরে) বয়স্য! এখন উপায়?

বিদূষক। আর এখন উপায়? সটান পিট্টান্ দিন আর কি?

ইরাবতী। ধন্য বকুলাবলিকে! ধন্য! দিব্য উপায় উদ্ভাবনা করেছ যে! আর চিন্তা কি? এখন করুণার বশে কাতর প্রাণে সুধারস ঢাল গো ঢাল!

উভয়ে। রোষ করিবেন না রাণি! আমরা নগণ্য রাজমহিষীগণের প্রণয়-পাত্রের কে হইতে পারি?

ইরাবতী। উঃ পুরুষ-চরিত্র বোঝা ভার! প্রথমে বঞ্চনা-বাক্যে প্রিয়পত্নীকে বশে আনিয়া তার পর সেই মুগ্ধ হৃদয় লইয়া হেলা খেলা। ঠিক যেন ব্যাধগণের ন্যায় সুললিত গানে হরিণীর চিত্ত হরণ কারয়া শেষে ফাঁদে ফেলিয়া তাহাকে প্রাণে মারা।

বিদূষক। (অন্যের অগোচরে) মহারাজ! কিছু উত্তর দিন্! একটা কথা আছে না যে, জল-সমীপবর্ত্তী জনমানব-শূন্য স্থানে যদি চোর ধরা পড়ে, তবে প্রাণের দায়ে সে বলে "চুরীর মত্‌লবে আমি আসি নাই, সন্ধি খনন অভ্যাস করিতে আসিয়াছিলাম।"

রাজা। সুন্দরি! মালবিকার দ্বারা আমার কোন প্রয়োজন ছিল না, তোমার অদর্শনজনিত অবসাদ হইতে

অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত যেন তেন প্রকারেণ কাল কাটানের চেষ্টায় ছিলাম আর কি !

ইরাবতী। আর্য্যপুত্রের কথায় আর আমার আস্থা নাই। এই ভাবে চিত্তবিনোদন যে আপনার মত মহাজনের রুচিকর, তাহাতো আমার মন ও বুদ্ধির অগম্য, নয় ত মর্ম্মাহত হইয়া এরূপ ব্যবহার করিব কেন ?

বিদূষক। দেবীর অন্তঃপুরচারিণী কাহাকেও সন্নিকটে দেখিয়া যদি ভদ্রতার অনুরোধে তাহার সহিত বাক্যালাপ করাও নীতিবিরুদ্ধ মনে করিয়া আপনি তাহা হইতে প্রভুকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করেন, তবে প্রভুর বনিতামণ্ডলীর প্রতি চির অনুকূলতাচরণ অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব হইলে সে দোষের ভাগী কে হইতে পারে, আপনি বিচক্ষণা হইয়া একবার তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন না ?

ইরাবতী। হউক না বাক্যালাপ ! তা বলিয়া আত্মাকে আর ক্লেশ দেই কেন ?

(ইতি সরোষে প্রস্থান)।

রাজা। (অনুসরণ করিয়া) বলি ! এত অভিমান কেন বিধুমুখি ! প্রসন্ন হও (ইরাবতীর চন্দ্রহার-বিজড়িত চরণে চলন)।

রাজা। অয়ি! কোপনে! প্রণয়ী জনে উপেক্ষা শোভা পায়না।

ইরাবতী। শঠ! অবিশ্বাসী!

রাজা। হে প্রিয়ে! মানভরে চির পদানত দাসকে ‘শঠ’ বলিয়া তিরস্কার করিলে? কর, কিন্তু তোমার পদাশ্রিত ঐ সুবর্ণ রসনার (চন্দ্রহারের) কাতর যাচনায়ও কি এই অভিমান কটূক্তি পরিহার করিতে পারিলে না?

ইরাবতী। এই রসনা আমার করুণালাভে হতাশ হইয়া এবারে তোমার অনুসরণ করুক—(বলিয়া চরণ হইতে রসনা হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক রাজার প্রতি নিক্ষেপ)।

রাজা। বয়স্য! এই ইরাবতী, দুর্য্যোগের দিনে মেঘমালা বারিবর্ষণ করিতে করিতে সহসা পর্ব্বতোপরি বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া তাহাকে যেমন প্রতিহত করে বলিয়া মনে হয়, ঐ সাশ্রুলোচনার আজ এই প্রেম প্রলয়ের দিনে তাঁহার ওই নিতম্বচ্যুত সুবর্ণ-রসনার আমার প্রতি আক্রোশনিক্ষেপও ঠিক সেইরূপ দেখাইতেছে না কি?

ইরাবতী। কি! আবার আমার গতিরোধ কেন?

রাজা। (রসনা সহ ইরাবতীর হস্তধারণ করিয়া) হে কুঞ্চিতকেশি! প্রেমাপরাধী জনে এই সমুচিত শাসন, দণ্ডের কার্য্য না করিয়া দাস জনের প্রেমবিলাস আরো পরিবর্দ্ধিত করিয়া তোলে যে! এইবারে পদানত দাসে দয়া হইবে নিশ্চয়—(এই কথা বলিতে বলিতে চরণে পতন)।

ইরাবতী। এ চরণ তো আর মালবিকার সেই রঙ-ভরা মনভোলান চরণের মত আত্মহারা জনকে প্রেমপাশে বন্দী করিয়া রাখিবার ফন্দি জানে না?

[পরিচারিকা সহ প্রস্থান।

বিদূষক। আর ভূমিশয্যা কেন রাজন্? এই বার উঠুন, ধূলায় ধূসরিত হইয়াও বামলোচনাকে প্রসন্ন করিতে পারিলেন না।

রাজা। (উঠিয়া ইরাবতীকে না দেখিয়া) কি হে! মানিনী চ'লে গ্যাছেন?

বিদূষক। চিন্তা কি বয়স্য! স্বয়ং বিধাতাই এই অবিনয়ের প্রতিবিধান করিতেছেন, তথাপি যাহাতে এই ঈর্ষ্যানলে বিদগ্ধহৃদয় শীঘ্রই অঙ্গাররাশির ন্যায় আমাদের অনুসরণ না করে, সেই চেষ্টা করা যাউক, এস দ্রুত পলায়ন করি।

রাজা। অহো! প্রণয়ের একি অত্যাচার! যে প্রণয়িনী গর্ব্বভরে আমায় পদদলিত করিয়া চলিয়া গেলেন, আমার প্রিয়াসক্ত প্রাণ আবার তাঁহারই প্রণিপাত পদসেবা করিয়া যেন চরিতার্থতা লাভ করিতে চাহিতেছে! আমি যখন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাই যে এই সাময়িক রাগের সঙ্গে সম্পূর্ণ অনুরাগ মিশ্রিত ছিল; তখন আরত ইঁহার

প্রতি বিরাগ প্রদর্শন আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। অতএব চল, আমার অভিমানিনীর মনস্তুষ্টি সাধনে তৎপর হই গিয়ে।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

——:o:——

(উৎকণ্ঠিত রাজা ও তৎসঙ্গে প্রতিহারীর প্রবেশ)।

রাজা। (স্বগত) মালবিকার অসাধারণ গুণাবলী শ্রবণে আশায় আমার কাম-তরু বদ্ধমূল হইয়াছে, তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আবার উহাতে অনুরাগরূপ নবপল্লব উৎপন্ন হইয়াছে, এক্ষণে ঐ তরু প্রিয়তমার কোমল করস্পর্শ-সুখে কুসুমিত বৃক্ষের ন্যায় আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত করিয়া আমাকে সুরসাল ফলের রসাস্বাদনে তৎপর করুক, এই বাসনা। (প্রকাশ্যে) সখে, গৌতম!

প্রতিহারী। মহারাজের জয় হউক! গৌতমকে তো নিকটে দেখিতেছি না!

রাজা। (স্বগত) আঃ কি ভুল! আমিই না গৌতমকে মালবিকার সংবাদ জানিতে পাঠাইয়াছি।

(বিদূষকের প্রবেশ)।

বিদূষক। জয় হউক মহারাজ!

রাজা। জয়সেনে! একবার জানিয়া এস, দেবী ধারিণী অচল অবস্থায় কোথায় কি ভাবে আছেন?

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা মহারাজ !

[প্রস্থান।]

রাজা। গৌতম! এইবার বল দেখি তোমার সখীর খবর কি ?

বিদূষক। কার ? সেই মার্জ্জার-গৃহীতা কোকিলার ?

রাজা। (বিষাদ ভরে) কেন বয়স্য! এ কথা যে বলিলে ?

বিদূষক। আহা ! কি বলিব রাজন্! সেই পিঙ্গলাক্ষীর প্ররোচনায় আমাদের নিরপরাধা সরলা বালিকার একেবারে পাতালপুরে প্রবেশ করিতে হইয়াছে।

রাজা। উঃ, আমার জন্যই না ইঁহার এই নির্যাতন ভোগ ?

বিদূষক। হাঁ তা ত বটেই !

রাজা। আমাদের এমন পরম সুহৃদ্ কে আছেন, যিনি দেবীকে এতাদৃশ নৃশংস-ব্যাপারে প্রবৃত্তি দিয়াছেন ?

বিদূষক। বলিব কি? পরিব্রাজিকার কাছে শুনিলাম যে, গত কল্য দেবীর স্বাস্থ্য-সংবাদ লওয়া উপলক্ষ্য করিয়া ইরাবতী তাঁহাকে অনুগৃহীত করিতে গিয়াছিলেন।

রাজা। তারপর ! তারপর।

বিদূষক। তারপর দেবী নাকি ইরাবতীকে সাদরে প্রশ্ন করেছিলেন, "ওকি ভাই! এই সোনার অঙ্গে আভরণ যে নাই? অন্তরঙ্গের আর অলঙ্কারের প্রয়োজন হয় না জানি, তবু জিজ্ঞাসা করি!" তখন সেই বিষাদিনী ব্যঙ্গভরে নাকি বলেছিলেন, "কি ভূষণ! ভূষণ ধারণ যদি প্রিয়জনের ভালবাসা জানাইবার এক নিদর্শন হয় তবে আর আমার ভূষণের কি প্রয়োজন দেবি?"

রাজা। এই বৈরাগ্যের কারণ, আমার মালবিকাই বা হন্, মনে সেই এক মহা আশঙ্কা হইতেছে।

বিদূষক। তারপর, সেই রহস্যময়া, সে দিবসের মহারাজের কাণ্ড ব্যতীত, অপর যত কিছু বৃত্তান্ত, একেবারে দেবীকে বলিয়া দিয়া তবে নাকি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

রাজা। ওঃ, ক্রোধের দৌড় কতদূর দেখ একবার! তারপর কি হলো, বল?

বিদূষক। আর বলা তো হয়ে এলো; আহা! তার পর, সঙ্গিনী সহ মালবিকা নাকি শৃঙ্খলিত-চরণে, ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন পাতালস্থ ভবনে দুইটী নাগকন্যার ন্যায় বিষণ্ণ-বদনে দিন যাপন করছে।

রাজা। অহো! কি কষ্ট! কি কষ্ট! মধুরভাষিণী কোকিলা এবং ভ্রমরী উভয়ে বিকসিত রসালপাদপের

সংসর্গে অবস্থান কর্ত্তো, প্রবল বায়ু সহ অকাল-বৃষ্টি তাহাদিগকে কোটরে প্রবেশ করাইয়াছে। ইহার প্রতিবিধানের কোন উপায় নাই কি বয়স্য ?

বিদূষক। আর উপায় কি আছে বলুন ? যখন সেই ধনাগারে ইঁহাদিগের প্রধানরক্ষিত্রীরূপে নিযুক্তা মাধবিকার প্রতি দেবীর আদেশ রয়েছে "তাঁহার নামাঙ্কিত নাগচিহ্ন-যুক্ত অঙ্গুরীয়ক প্রদর্শন ব্যতীত কি মালবিকা, কি বকুলাবলিকা, কাহাকেও মুক্ত করিয়া দিবে না ;" তখন আর বুদ্ধি বিবেচনায় কিছুই যোগায় না যে !

রাজা। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) তবে এখন কি করি বয়স্য ?

বিদূষক। (চিন্তা করিয়া) ইহারও কিছু প্রতিবিধান আছে।

রাজা। তবে বল বল ?

বিদূষক। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) এতক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা কিছু কল্পনা করিতে পারিয়াছি তাহা দূরে বসিয়া শোনা চলিবে না, অলক্ষিতভাবে থেকে কেউ শুন্‌তে পারে, সে যে অতিগোপনীয় পরামর্শ। কাছে আসুন কানে কানে বলিতে চাই। (ইতি নিকটে আসিয়া কর্ণে বলা) এই এই।

রাজা। (সহাস্য বদনে) তবে এখন কল্পনাটা কার্য্যে পরিণত কর।

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতিহারী। প্রভুর আদেশ মত নিবেদন ক'র্‌তে এসেছি যে দেবী পর্য্যঙ্কে উপবেশন কোরে আছেন, আর আশে পাশে পরিচারিকাগণ রক্তচন্দনের জলের দ্বারা দেবীর অঙ্গে পরিচর্য্যা কোর্‌ছে, ভগবতী পরিব্রাজিকা নানাবিধ কথা-প্রসঙ্গে দেবীর যাহাতে রোগ যাতনার উপশম হয় তাহা কোর্‌ছেন।

রাজা। তবে তো আমাদের সাক্ষাৎ করিবার এই বড় সুযোগ উপস্থিত।

বিদূষক। এই বেলা তবে প্রস্থান করুন, আর বিলম্ব করিবেন না, আমিও কিছু হাতে করিয়া দেবী দর্শনে সত্বর হইতেছি।

রাজা। যাবার আগে জয়সেনাকে সকল সমাচার জানাইয়া এখানে উপস্থিত হইতে বলিয়া যাও।

বিদূষক। আচ্ছা তাহাই হচ্ছে (কর্ণে) এই এই হইবে।

(ইতি প্রস্থান।)

রাজা। জয়সেনে! চল দেবীর হাওয়াঘরের দিকে চল।

জয়সেনা। এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন।

(শয়ানাবস্থা দেবী, পরিব্রাজিকা এবং অন্যান্য
পরিচারিকাগণের প্রবেশ।)

দেবী। ভগবতি! যাহা বলিতেছেন বড়ই চমৎকার! তারপর কি হলো?

পরিব্রাজিকা। (স্থির দৃষ্টিতে) আর যাহা, পরে বলিব, স্বয়ং বিদিশেশ্বর এখানে উপস্থিত।

দেবী। ওমা! কে? প্রভু এসেছেন? (উঠিতে উদ্যত)

রাজা। আহা থাক্ থাক্, আমার সম্ভাষণার্থে সুবর্ণাসন-আশ্রিত নূপুরালঙ্কৃত তোমার ওই ক্লিষ্ট চরণকে সহসা স্থানচ্যুত করিতে গিয়া হে মধুরভাষিণি! অকারণ যাতনা ভোগ করিয়া আমায় ব্যথিত করিও না।

ধারিণী। আর্য্যপুত্রের জয় হউক।

পরিব্রাজিকা। দেবের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হউক।

রাজা। (পরিব্রাজিকাকে প্রণাম করিয়া তৎপরে উপবেশন) দেবি! এখনও চরণের বেদনা কিছু উপশমিত হয় নাই কি?

ধারিণী। কিছু বিশেষ বোধ হচ্চে।

(তখন যজ্ঞোপবীতে অঙ্গুষ্ঠ জড়াইয়া বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূষক। পরিত্রাণ করুন মহারাজ! পরিত্রাণ করুন। সর্প-দংশন, সর্প-দংশন!

(সকলে শশব্যস্ত)

রাজা। উঃ কি কষ্ট ভোগ! কি যাতনা! কোথায় যাওয়া হয়ে ছিল?

বিদূষক। আর যাব কোথায়! দেবী দর্শনে অভিলাষী হইয়া উপহার-যোগ্য কয়েকটি পুষ্প চয়ন করিতে প্রমোদবনে গিয়াই তো এই মৃত্যু-দশাগ্রস্ত হইলাম, কি করি, এখন করি কি? প্রাণ যে যায়!

ধারিণী। ওঃ কি আক্ষেপের বিষয়। আমিই কি না এই বেচারা ব্রাহ্মণের জীবন সংশয়ের কারণ হইলাম! ইহা হইতে লজ্জাকর আর কি হইতে পারে?

বিদূষক। মহিষী গো! অশোকের ডাল হইতে পুষ্প তুলিতে গিয়া যেমনি ডান হাত বাড়ানো, আর অমনি কি না সর্পদংশন। এই দেখুন অঙ্গুলার অগ্রভাগে দুইটা বিষাক্ত দন্তের দাগ দেখা যাইতেছে কেমন! (এই কথা বলিতে বলিতে অঙ্গুলী প্রদর্শন)।

পরিব্রাজিকা। দংশনে বিভক্ত কিংবা দাহে বিদগ্ধ ক্ষত-

স্থান হইতে শোণিত ক্ষরণ সন্ত আহত জনের আয়ুর্ব্বৃদ্ধির কারণ জানিবেন। সম্প্রতি যে বিষবৈদ্যের প্রয়োজন।

রাজা। জয়সেনে! বৈদ্য ধ্রুবসিদ্ধিকে সত্বর আহ্বান কর।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

ইতি প্রস্থান।

বিদূষক। হায় হায়! পাপ মৃত্যু একবারে গ্রাস করেছে, এইবার ভবের পাট উঠাইতে হইল।

রাজা। এত কাতর হইতেছ কেন ভাই? সর্পদংশন মাত্রেই যে বিষাক্ত, তার কোন কথা নাই।

বিদূষক। উপদেশ দেওয়া খুবই সহজ! কিন্তু যার ভোগ সেই জানে, ভীত না হোয়ে করি কি বলুন! আমার সর্ব্বাঙ্গ যে সিম্ সিম্ কচ্ছে, চেতনা যে বিলুপ্ত প্রায়! (ইতি অচেতন ভাব ধারণ)।

ধারিণী। ওমা! কি হবে! বিষের জ্বালায় যে একেবারে বিকারগ্রস্ত! আহা ব্রাহ্মণকে কেহ ধর! (পরিব্রাজিকাকর্ত্তৃক ধারণ)।

বিদূষক। (রাজার প্রতি দৃষ্টি করিয়া) ভাই হে বাল্যাবধি আমি তোমার প্রিয়বয়স্য, সেই ভরসায় আজ আমার অন্তিমের এই নিবেদন যে, আমার মৃত্যুতে সেই অনাথা

নিঃসন্তানা জননীকে ভরণ পোষণ করিতে ভুলিও না। তবে এখন চির বিদায়।

রাজা। কোন ভয় নাই, বিচক্ষণ বৈদ্য আসিয়া ব্যবস্থা করিলেই সকল যন্ত্রণার উপশম হইবে। একটু স্থির হও।

(জয়সেনার প্রবেশ।)

জয়সেনা। মহারাজের জয় হউক। মহারাজের আদেশ পাইয়া ধ্রুবসিদ্ধি নিবেদন করিতেছেন যে গৌতমকে তাঁহার সমীপে লইয়া যাইতে হইবে।

রাজা। তবে তাহাই কর। কঞ্চুকার স্কন্ধে ভর করাইয়া ইহাকে সেখানে লইয়া যাও।

জয়সেনা। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

বিদূষক। দেবীকে (দেখিয়া) দেবি! বাঁচি কি না তার্ত আপনার প্রতি সেবকের শেষ নিবেদন যে, সেবা করিতে গিয়া যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি কৃপা করিয়া ক্ষমা করিবেন।

ধারিণী। দীর্ঘায়ু হও।

[ইতি বিদূষকের ও প্রতিহারীর প্রস্থান।]

রাজা। বেচারি স্বভাবতই ভীরুস্বভাব "ধ্রুবসিদ্ধি" নাম সত্ত্বেও কার্য্যে সিদ্ধির ধ্রুবতা বিষয়ে সংশয় করিতেছে।

(জয়সেনার প্রবেশ।)

জয়সেনা। জয় মহারাজের জয়। ধ্রুবসিদ্ধি নিবেদন করিতে বলিয়াছেন যে "বিষ নিরাকরণের নিমিত্ত উদক-কুম্ভবিধানে সর্পমুদ্রা কল্পনা করিতে হইবে। অতএব সর্প-চিহ্নিত অঙ্গুরীয়কের আবশ্যক ; অতএব তাহা অন্বেষণ করিয়া অবিলম্বে আনিয়া দিতে হইবে"।

ধারিণী। এই যে আমারি হস্তের অঙ্গুরীয়কে সর্পচিহ্ন রহিয়াছে, ইহাই লও পরে আমায় দিও।

রাজা। জয়সেনে! কার্য্যাবসানে আবার যথাস্থানে এই অঙ্গুরীয়ক আনিয়া দিতে ভুলিও না যেন।

জয়সেনা। যে আজ্ঞা, দেব!

[ইতি প্রস্থান।]

পরিব্রাজিকা। আমার হৃদয়ের ধ্রুব ধারণা গৌতম বিষমুক্ত হইবে।

রাজা। আহা! তাহাই যেন হয়।

(জয়সেনার প্রবেশ।)

জয়সেনা। জয় মহারাজের জয়। অতি সুখবর! গৌতম বিষমুক্ত হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন।

ধারিণী। উঃ কি ভাগ্যি যে আমায় আজ অপবাদ-ভাগিনী হইতে হইল না।

প্রতিহারী। অমাত্য বাহতক জানাইতে আসিয়াছেন যে রাজকার্য্য বিষয়ে অনেক পরামর্শ আছে, মহারাজ দর্শন দানে অনুগৃহীত করুন।

ধারিণী। রাজকার্য্যে তলব যখন, তখন আর রাজ-মহিষীর চিত্তবিনোদন চলে কি? অতএব কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে সত্বর হউন, আর্য্যপুত্র!

রাজা। দেবি! এদিক্‌টা রৌদ্রে আক্রান্ত হইল, তোমার রোগ পক্ষে শৈত্যের ব্যবস্থা আবশ্যক, তাই বলি তোমার শয্যা এখন অন্যত্র লইয়া যাইতে অনুমতি কর।

ধারিণী। পরিচারিকাগণ! তোমরা কে কোথায় আছ আসিয়া আর্য্যপুত্রের আদেশ পালন কর।

(পরিচারিকাগণের তথাকরণ ও সকলের প্রস্থান।)

রাজা। জয়সেনে! চল, এই বার গুপ্তপথে প্রমোদ-বনের দিকে লইয়া চল।

জয়সেনা। এই দিকে এই দিকে আসুন মহারাজ!

রাজা। জয়সেনে! এতক্ষণে গৌতমের কার্য্য শেষ হয়েছে মনে হয় না?

জয়সেনা। নিশ্চয়ই হয়েছে।

রাজা। কিন্তু কি জান? শুভকার্য্য অবশ্যম্ভাবী হইলেও উদ্বিগ্ন-চিত্তের আশঙ্কা আর দূর হইতে চায় না।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূষক। মহারাজের জয় হউক। এইবার মহারাজের হৃদয়ের পিপাসা শান্তির সম্ভাবনা হয়েছে।

রাজা। জয়সেনে! তুমি তবে এখন আপনার কাজে যাও।

জয়। যে আজ্ঞা দেব! [প্রস্থান।]

রাজা। আচ্ছা গৌতম! সামান্য দ্বার-রক্ষিকা মাধবিকা কোন দ্বিধা করিল না?

বিদূষক। দেবীর স্বহস্তের অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া আর আমায় অবিশ্বাস করে কি করিযা বলুন?

রাজা। ওহে! নাহে না অঙ্গুরীযকের কথা কহিতেছি না। ইহাদের দুই জনকে কেন মুক্ত করিয়া দেওয়া, দেবীর অন্য সকল পরিজন থাকিতে তোমাকেই বা কেন এ কার্য্যে নিযুক্ত করা, এ সকল প্রশ্নওতো জিজ্ঞাসা করিতে পারিত?

বিদূষক। জিজ্ঞাসা করেছিল বৈকি? বিধিকৃত এই বিদ্যাবুদ্ধিহীনেরও সময়োচিত কেমন উত্তর জুটিয়া গেল।

রাজা। কি উত্তর দিলে তুমি?

বিদূষক। বলিলাম যে জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতগণ জানিয়েছেন সম্প্রতি মহারাজের নক্ষত্র-দশা মন্দ হয়েছে তাঁহাকে অনেক উপদ্রব সহ্য করিতে হইতেছে, তাঁহার রাজ্যের

বন্দীগণকে মুক্ত করিয়া না দিলে আর এ শনির দশা হইতে নিষ্কৃতি লাভের অন্য উপায় নাই।

রাজা। (হাস্য করিয়া) তারপর! তারপর!

বিদূষক। তারপর বলিলাম "দেবী এ সংবাদ শুনিয়া আমায় আদেশ করিলেন, 'গৌতম! রাজ-আজ্ঞা যখন; তখন আমার প্রতি রাণী ইরাবতী কখনই অসন্তুষ্ট হইতে পারেন না, অতএব প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া আইস'। আমিও 'রাজমহিষীর উপযুক্ত কাজই বটে' বলিয়া তাঁহাকে অনেক সাধুবাদ করিতে করিতে আপনাকে এ সংবাদ দিতে আসিয়াছি।"

রাজা। (বিদূষককে আলিঙ্গন করিয়া) সখে! প্রিয় না হইলে কে কবে কার প্রিয় কার্য্য করিয়া থাকে? তাই বলি, কেবল বুদ্ধি-চাতুর্য্যেই সুহৃদ্জনের প্রয়োজন সাধন করা যায় না, প্রকৃতপক্ষে স্নেহাবলম্বনেই—কার্য্য-সিদ্ধির সূক্ষ্ম পথ অনায়াসেই লাভ করা যায়।

বিদূষক। ও সকল মিষ্ট কথা এখন রাখুন, আপাততঃ প্রমোদবনের দিকে সত্বর চলুন। আমি সখী সহ মালবিকাকে সমুদ্র-গৃহে রেখে আপনার পথ প্রদর্শক হতে এসেছি।

রাজা। আমিও তো আমার প্রেমময়ীর প্রতীক্ষায়ই আছি। চল, আগে আগে চল।

বিদূষক। এই যে এই দিকে আসুন। সম্মুখেই সমুদ্রগৃহ দেখিতে পাইতেছেন কি ?

রাজা। বয়স্য ! আবার ওকি উপদ্রব উপস্থিত ! তোমার সখী ইরাবতীর পরিচারিকা চন্দ্রিকা পুষ্পচয়নে ব্যগ্রহস্ত হইয়া এই দিকেই আস্‌ছে। চল প্রাচীরের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াই।

বিদূষক। চন্দ্রিকার কিরণ-জাল বিস্তৃত দেখিলে তস্কর আর লম্পট উভয়েরই বড় সঙ্কট, চম্পট না দিয়া আব উদ্ধার নাই।

(উভয়ের অন্তবালে গমন।)

রাজা। কৈ ভাই। তোমার সখী আমার অপেক্ষায় কোথায় আছেন ? চল দেখি গবাক্ষ দ্বার দিয়া কিছু দেখা যায় কি না ?

বিদূষক। আচ্ছা তাই করি।

উভয়ের তথাকরণ।

(মালবিকা ও বকুলাবলিকার প্রবেশ।)

বকুলাবলিকা। সখি প্রভুকে প্রণাম কর।

মালবিকা। যিনি আমার সম্মুখে এবং পশ্চাতে সর্ব্বত্র বিরাজমান তাঁহাকে প্রণিপাত করি।

রাজা। কি হে! আলেখ্যে চিত্রিত আমার প্রতিমূর্ত্তির উদ্দেশ্যে বলা হইল না তো?

মালবিকা। (সহর্ষে দ্বারদেশে লক্ষ্য করিয়া) ওগো! এ কি আমাকে প্রতারণা করিলে নাকি?

রাজা। আহা ইঁহার হর্ষ-বিষাদ বিজড়িত ভাব কি চিত্তাকর্ষক। সূর্য্যোদয়ে এবং সূর্য্যাস্তে পদ্মিনীর যেমন, বিকাশ এবং বিশুষ্কতা দুই অবস্থাই ঘটিয়া থাকে, মুহূর্ত্ত মধ্যে এই মোহিনীর মুখমণ্ডলেও তাহাই স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইল।

বকুলাবালিকা। আমি কিন্তু চিত্রগত প্রভুর কথাই কহিয়াছিলাম।

উভয়ে। (প্রণাম করিয়া) জয় মহারাজের জয়।

মালবিকা। সখি! সে দিন ত্রাসে কম্পিত-নেত্রে যে সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া "আশ মিটিল না" বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলাম, আজ সম্মুখে সে মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া বুঝিলাম যে, জন্ম জন্ম এ রূপ-রসপান করিলেও আশা মিটিতে পারে না।

বিদূষক। বলি! শুনিতে লাগে কেমন? তবু মনে হয়, যে চক্ষে আপনার ইঁহাকে দেখা, ইনি সে চক্ষু পাইবেন কোথা! তাই বলি সিন্ধুকে ধন রত্ন গচ্ছিত হইয়া যেমন কেবল তাহার বোঝার পরিমাণই বাড়াইয়া দেয়, তেমনি

আপনাতে এই দৈহিক ঐশ্বর্য্য স্থান পাইয়া দিন দিন আপনার দুঃখভোগই সার করিয়া দিতেছে। কেমন তাই কি না?

রাজা। না হে তুমি ইঁহাকে বুঝিতেছ না ভাই! বুঝিতে পারিতেছ না। প্রেম-বিহ্বলার বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না, এমনি তাদের লাজের মহিমা; তাইত কবিগণ বড় দুঃখে বলিয়া থাকেন যে,—প্রথম দর্শন লাভে প্রণয়িনীগণ তৃষিত-নেত্রে বাঞ্ছিতের সৌন্দর্য্যসুধা পান করিতে চাহেন কিন্তু লজ্জানত বিশালাক্ষীদের প্রিয় দর্শন-পিপাসার পরিতৃপ্তি কোথায়?

মালবিকা। আলেখ্যে ওটী কে গো। বিরাগ-ভরে মুখটী ফিরাইয়া, আর প্রভু সতৃষ্ণনয়নে সে মুখ পানে চাহিয়া?

বকুলাবলিকা। ইনিই তো রাণী ইরাবতী!

মালবিকা। প্রভুর এ কি অন্যায় আচরণ! অন্য সকল ভার্য্যা অতিক্রম করিয়া কেবল ইঁহারি প্রতি এত অনুরাগ প্রদর্শন!

বকুলাবলিকা। (স্বগত) বাছার আমার চিত্রপটে প্রিয়তমের অন্যে আসক্তি দেখিয়াই যে একেবারে অন্তর্দাহ উপস্থিত! তবে তো ইঁহার সঙ্গে একটু কৌতুক করিতে

হইল। (প্রকাশ্যে) ও মা তা জান না? ইনিইত প্রভুর আদরের আদরিণী সর্ব্বসন্তাপহারিণী হৃদয়ের রাণী! ওঁর পানে চাহিবেন না ত চাহিবেন কার পানে?

মালবিকা। তবে আর এ পোড়া প্রাণে বৃথা আশার বাসা রাখা কেন?

(ইতি অভিমান-ভবে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া বসা।)

রাজা। সখে! দেখ! দেখ! প্রেমাস্পদকৃত অমার্জ্জনীয় অপরাধে ঈর্ষ্যান্বিত ঈষৎ উত্তোলিত, ইঁহার এই উজ্জ্বল আননের ভ্রুকুটি-ভঙ্গিমায় তিলক মুছে গিয়েছে, আবার এই অলক্তকরাগরঞ্জিত বিম্বাধর কম্পিত হোচ্ছে, সুতরাং মনে হচ্ছে শিল্পী যেন এক রমণীয় রঙ্গাভিনয় শিক্ষা দিয়াছেন তাই ইনি দেখাচ্ছেন।

বিদূষক। এখন অনুনয়ে বিনয়ে ইঁহার বিরাগকে বিদূরিত করিয়া দিয়া একেবারে অনুরাগকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলুন!

মালবিকা। আর্য্য গৌতম দেখি এখানেও ইঁহারই সেবায় নিযুক্ত।

(ইতি স্থানান্তরে গমনোদ্যতা।)

বকুলাবলিকা। বলি এত কোপ কেন? যাও দেখি যাবে কেমনে?

মালবিকা। যদি আমায় কুপিতাই মনে কোর্‌ছো, তবে এ কোপের প্রতীকার কর না কেন ?

রাজা। (নিকটে আসিয়া) আলেখ্যে আমার আচরণ দেখিয়া হে পদ্মাক্ষি ! অকারণ কেন বিতৃষ্ণ হইতেছ ? দেখ দেখ, সাক্ষাতে দেখ, আমি একান্ত তোমারি চিরানুগত দাস হইয়া আছি।

বকুলাবলিকা। মহারাজের জয় হউক।

মালবিকা। (স্বগত) কি লজ্জার কথা ! মতিচ্ছন্নের মত চিত্র-মধ্যগত প্রভুর প্রতি এত আক্রোশ প্রকাশ করিলাম, এখন মুখ দেখাই কেমনে ? (প্রকাশ্যে) লজ্জায় নত-ভাবে অঞ্জলি-বদ্ধ হইয়া অবস্থিতি।

(রাজার প্রেম-কাতরতা প্রকাশ।)

বিদূষক। কি ! বড় উদাসীন ভাব যে ?

রাজা। তোমার সখীর অবিশ্বাস দেখিয়া ?

বিদূষক। কেন কেন ? ইঁহার প্রতি অবিশ্বাস কেন ?

রাজা। অবিশ্বাস কেন ? তোমার এই সখী আমার নয়ন-পথে থাকিতে থাকিতে চকিতে অন্তর্হিত হইয়া যান্‌, আবার আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইয়াও সহসা সরিয়া পড়েন, এই রূপ মায়ার খেলায় ক্ষণে আশ্বস্ত, ক্ষণে প্রতারিত হইয়া

আমার বিরহক্লিস্ট প্রাণ কেমনে তবে ইঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে বল?

বকুলাবলিকা। সত্যই তো এই প্রেমানুরক্ত জনে আর কত প্রতারণা করিবে সখি! এবার বিশ্বাসযোগ্য হও না কেন?

মালবিকা। বিশ্বাসযোগ্য হইবার, ভাগ্য চাই বোন্! নয়ত এত কাল স্বপ্নেও প্রভুর সহিত সমাগম আমার পক্ষে দুর্লভ হইবে কেন?

বকুলাবলিকা। এদিকে আসিতে আজ্ঞা হয় মহারাজ! আসিয়া আমার সখীব এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া আপ্যায়িত করুন।

রাজা। উত্তরে আর প্রয়োজন কি? পঞ্চবাণরূপ অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া তোমার সখীকে আমি আত্মসমর্পণ করিলাম। সেবা গ্রহণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই, আমি বিজনে তোমার সখীর সেবক হইয়া থাকিব।

বকুলাবলিকা। আপনার বাক্যে পরম অনুগৃহীত হইলাম।

বিদূষক। (সহসা উঠিয়া) বকুলাবলিকে! ওই হরিণ অশোকপল্লব ছিন্ন করিবার জন্য ছুটিয়াছে, চল! চল! আমাদের প্রিয় পাদপকে এ বিপদ্ হইতে রক্ষা করি গিয়ে।

বকুলাবলিকা। চল তবে যাই।

[প্রস্থানোদ্যতা।]

রাজা। যদি তীব্রগতি হরিণকে তাড়া করিতে চাও, তবে একটু ত্বরাই করনা কেন ভাই ?

বিদূষক। গৌতমেরও তাহাই অভিপ্রায়।

বকুলাবলিকা। আর্য্য গৌতম ! আমি একটু অন্তরালে থাকি তুমি দ্বার রক্ষা কর গিয়ে।

বিদূষক। অতি উত্তম পরামর্শ।

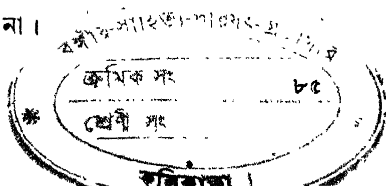
[বকুলাবলিকার প্রস্থান।]

বিদূষক। তবে আমি এখন ঐ স্ফটিকস্তম্ভের নিকটে প্রস্তর-খণ্ডের উপর গিয়া উপবেশন করি। (তথাকরণ) আঃ শিলার শীতল স্পর্শ কি আরাম-জনক ! এই কথা বলিতে বলিতে নিদ্রাগত।

(মালবিকার সলজ্জ ভাব)

রাজা। হে সুন্দরি ! সম্প্রতি তুমি এই প্রগাঢ়-প্রেম-ঈপ্সিত মিলন সম্ভোগে সঙ্কোচ শূন্য হইয়া তোমারি চির-প্রণয়-প্রলুব্ধ জনকে সহকার-বেষ্টিত মাধবী লতার ন্যায় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ কর।

মালবিকা। দেবীর ভয়ে, আপন মনের বাসনা চরিতার্থ করিতে পারিতেছি না।



রাজা। কেন এত ভয় প্রিয়ে! ভয়ের কারণ কি আছে?

মালবিকা। (ঈষৎ ব্যঙ্গভবে) বটেই তো! দেবীর সাক্ষাতে সাহস যে কত! তা আমার আর জানিতে বাকি নাই তো!

রাজা। অয়ি কৌতুকময়ি! বাহিরে বহুপত্নীতে সমদর্শিতা প্রদর্শন নায়কগণের কুলব্রতমাত্র, আমার অন্তর অবিচলিত ভাবে তোমাতেই আসক্ত রহিয়াছে। আয়তলোচনে! তাহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না? অতএব চিরানুরক্ত জনে একবার অনুগ্রহ কর, এই কথা বলিতে বলিতে আলিঙ্গনের চেষ্টা।

(এমন সময়ে মালবিকাকে অভিনয়ক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত করা হইল।)

রাজা। অহো! প্রথম প্রেমের আবেশে; এই আধলজ্জা, আধভয়, আধনির্ভয়, ক্ষণে রোষ, ক্ষণে পরিতোষ, ঈষৎ কঠোর, বিশেষ করুণ, এই বাক্য ও মনের চির অনৈক্য, চঞ্চলতায় চিরস্থৈর্য্য, কখনও আত্মস্মরণ, কখনও আত্ম অভিমান, কখনও বা আত্মবিস্মৃতি-সম্পূর্ণ আত্মদান, এই যে নব নব ভাব কি মনোহর, কি মধুময়! তাই আজ কম্পিত-কলেবরে মোহিনী আমার রসনালঙ্কৃত-

বস্ত্রগ্রন্থি-মোচন-চেষ্টা-বিব্রত, চঞ্চল-অঙ্গুলীর ব্যগ্র-সুখ-স্পর্শের ব্যর্থ নিবারণ চেষ্টায়, কিংবা দুই হস্তে এই প্রেমোন্মত্ত-আলিঙ্গন-আবেগে বিচ্যুত-বসন বক্ষের লজ্জা রক্ষায়, কিংবা এই অধর-সুধা-পান-পিপাসু উত্তোলিত লজ্জানত আননের প্রতি ঈষৎ বক্র ভ্রুভঙ্গিমায়, যেন ছলেই আমার চির আকাঙ্ক্ষিত এই মিলন-সম্ভোগ-লালসা চরিতার্থ করিতেছেন।

(নিপুণিকাসহ ইরাবতীর প্রবেশ।)

ইরাবতী। সখি নিপুণিকে! তুমি চন্দ্রিকার কথার অর্থ ঠিকই বুঝিয়াছিলে। প্রমোদ গৃহের আলিসায় আর্য্য গৌতমকে দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং আমার আর বুঝিতে কিছু বাকি নাই।

নিপুণিকা। তাহা না হইলে আর আপনাকে ও সকল কথা বলিতেই বা যাইব কেন?

ইরাবতী। তবে চল সেখানেই যাই সংশয় হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রিয় বয়স্যকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।

নিপুণিকা। শুধু কি এই উদ্দেশ্যেই যাওয়া?

ইরাবতী। না! চিত্রগত আর্য্যপুত্রের মন প্রসন্ন করাও আর এক উদ্দেশ্য বলিতে পার।

নিপুণিকা। আর যদি মূর্ত্তিমান্ আর্য্যপুত্রেরই দেখা পান্ তবে? একটু সাধ্য সাধনা, ক্ষমা প্রার্থনা, করিতে বাধা আছে কি?

ইরাবতী। অয়ি মূঢ়ে! চিত্র-মধ্যে আসক্তি যে জনে, বাস্তবে যে আবার সে আসক্তি অন্যজনে তা জাননা; অস্থিরমতি হইলেই এই সকল বিড়ম্বনা!

নিপুণিকা। রাণি! তবে এই দিকে আসুন।

[উভয়েব নিকটে যাওয়া।]

(পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরিচারিকা। জয় জয় রাণিমা! দেবী জানাইয়াছেন যে "এই প্রবাণ বয়সে আর হিংসাদ্বেষে তিনি আত্মাকে কলুষিত রাখিতে চান না, অতএব যদি ইচ্ছা করেন তবে চাই কি আর্য্যপুত্রকেও আপনার অভিমত জানাইয়া সখী সহ মালবিকাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিতে অনুরোধ করিতে পারেন।"

ইরাবতী। নিপুণিকে! দেবীকে নিবেদন কর গিয়ে যে, 'তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি এমন আস্পর্দ্ধা আমি রাখি না; বিশেষ আমারি নির্দ্দেশে তিনি উহাদিগকে সেই ভাবে নির্য্যাতন করিয়া আমাকে যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহার গুণের কথা বলিব কত? তাঁহার দয়াতেই তো আমরা প্রতিপালিত।'

পরিচারিকা। যে আজ্ঞা রাণি ! (গমন)

নিপুণিকা। (নিকটে গিয়া দেখিয়া) এই যে সমুদ্র-গৃহের দ্বার দেশে আমাদের গৌতম বিপণি-আশ্রিত বৃষভের ন্যায় সুখে নিদ্রা যাইতেছে।

ইরাবতী। কি আপদ্ ! বিষবিকারের কিছু অবশিষ্ট আছে নাকি !

নিপুণিকা। মুখখানি ত ভারি প্রসন্ন দেখাচ্ছে, স্বয়ং ধ্রুবসিদ্ধি যখন চিকিৎসক তখন বিষের জড় আর থাকা সম্ভব নহে !

বিদূষক। (স্বপ্নাবেশে) কে ? মালবিকে ? তুমি !

নিপুণিকা। রাণি ! শুনিলেন তো ? এই কুলাঙ্গারের কেবল ভোজনের সঙ্গে সম্পর্ক, তোষামোদে উদরপূর্ত্তি করিয়া এখন মালবিকার মূর্ত্তি স্বপ্নে দেখ্ছে !

বিদূষক। (স্বপ্নাবস্থায় হাসিতে হাসিতে) মালবিকে ! রূপে গুণে ইরাবতীকে পরাজয় করিয়া প্রভুর ভালবাসা লাভ কর।

নিপুণিকা। বিপদ্ যে ভারি ! এখন কি করি ? বলি, এই ভুজঙ্গের মত বাঁকা লাঠী খানা দিয়া ভুজঙ্গ-ভীত ব্রাহ্মণাধমকে প্রহার করি ?

ইরাবতী। এই কৃতঘ্ন সর্পদংশনের যোগ্যই বটে।

(নিপুণিকা বিদূষকের উপর দণ্ড কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিল।)

বিদূষক। (সহসা নিদ্রাভঙ্গে) উঃ আমার গায়ে সাপ পড়িল যে!

রাজা। (সহসা নিকটে আসিয়া) ভয় নাই ভয় নাই।

মালবিকা। (অনুসরণ করিয়া) প্রভু! মিনতি করি, দুঃসাহস করিয়া এখন বাহিরে যাইবেন না! "সর্প সর্প," কি একটা গোলযোগ শুনিতে পাচ্ছি না?

ইরাবতী। হায় হায়! যা ভেবেছিলাম ঠিক কি তাই হলো, প্রভু যে এদিকে আস্‌ছেন।

বিদূষক। (হাস্য করিয়া) কি! বংশখণ্ড! তবু ভাল; আমি ভেবেছিলাম কেতকীফুলের কাঁটা আঙ্গুলে ফুটাইয়া সর্পের অযশ করেছিলাম, তাই সত্য সত্যই বা তাহার ফল্ ফলিল।

(তাডাতাড়ি বকুলাবালিকাব প্রবেশ।)

বকুলাবলিকা। প্রভুর এদিকে আসা না হইলেই ভাল হয়, "এখানে কুটিল-গতি ভুজঙ্গীর সমাগমের" কথাটা বড় মিথ্যা নয়।

ইরাবতী। (সহসা বাজার সম্মুখীন হইয়া) দিবা সঙ্কেতে আর্য্যপুত্রের মনোরথ পূর্ণ হয়েছে তো?

(সকলে ইবাবতীকে দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুলিত।)

রাজা। আজ এই অপূর্ব্ব অনুযোগ কেন অভি-মানিনি!

ইরাবতী। বলি ও বকুলাবালিকে! আর তোমায় পায় কে? এহেন রহস্য-ব্যাপারটা নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করাইলে! এখন ভারি হাতে বক্‌সিস্ নেও গিয়ে।

বকুলাবলিকা। এ অভিযোগ আমায় কেন রাণি! ইহাতে আমার মন্ত্রণা কিছু ছিল কি না, তাহা একবার প্রভুকেই জিজ্ঞাসা করুন না? আর, ভেকের ডাক না শুনিলে যে দেবরাজ ইন্দ্র বারি বর্ষণ করেন না, তাত জান্‌তাম না।

বিদূষক। রাণি! এই যে প্রভু আপনার দর্শন মাত্র সেদিনকার সর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আবার শ্রীচরণে সাধ্য সাধনা করিতেছেন, এতেও কি আপনার মন উঠিতেছেনা!

ইরাবতী। ক্রোধের বশ হইয়াই বা কি করিতে পারি?

রাজা। তাত বুঝিতেই পারিতেছি। কিন্তু অস্থানে উচিত কারণ বিনা কবে তোমার মুখ-মণ্ডলে কোপচিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে বল? অথবা পূর্ণিমা-প্রতিপদ্ সন্ধিস্থল ভিন্ন সুধাংশু কিরণ-বিভাসিত বিভাবরী রাহুগ্রস্থ হইতে দেখা যায় কি সুন্দরি!

ইরাবতী। "অস্থানে" তাইত আর্য্যপুত্র ঠিকই বলিয়াছেন, আমাদের সৌভাগ্য যখন অন্যে লাভ করিয়াছে, তখন ক্রোধ করিলেও তাহার পরিণামে উপহসিত হওয়া ভিন্ন আর অন্য কোন ফলের আশা আছে কি ?

রাজা। তোমার এ অযথা কল্পনা ! আমি সত্য সত্যই তোমার এ ক্রোধের কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না, উৎসবদিনে অপরাধী পরিজনেরও বন্ধনাবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে, তাই উহারা উভয়ে আজ আমা কর্ত্তৃক কারামুক্ত হইয়াছে। তজ্জন্য কেবল কৃতজ্ঞতা জানাইবার নিমিত্তই এক্ষণে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে।

ইরাবতী। নিপুণিকে ! যাও দেবীকে নিবেদন করিয়া আইস যে, তাঁহার মত উদারচেতার এই পক্ষপাতিত্বের পরিচয় পাইয়া আজ আমার হৃদয়ের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিল।

নিপুণিকা। যে আজ্ঞা !

[ইতি প্রস্থান।]

বিদূষক। (স্বগত) কি আপদ্ উপস্থিত ! গৃহপালিত বন্ধনমুক্ত কপোতী যে এখন এই উগ্রমূর্ত্তি মার্জ্জারীর তীব্র দৃষ্টিতে পতিত হইল !

(নিপুণিকার প্রবেশ।)

নিপুণিকা। দেবি ! মাধবিকাকে দেখিতে গেলাম

সে ত এই এই (কাণে কাণে) বলিল "মহারাজের শনির দশা" ইত্যাদি।

ইরাবতী। (স্বগত) সমস্তই ঠিক কিন্তু এ সকল নষ্টামির গোড়াই এই বৃদ্ধ পেটুক ব্রাহ্মণ। (বিদূষককে দেখিয়া প্রকাশ্যে) আমাদের কামতন্ত্রী ব্রহ্মবন্ধুর নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা দেখিয়া বাস্তবিকই অবাক্ হইয়াছি।

বিদূষক। দোগাই বাণীর! যদি নীতি-শাস্ত্রের এক অক্ষরও আয়ত্ত করিয়া থাকি যদি নীতিশাস্ত্র আয়ত্ত থাকিত, তাহা হইলে কি আর এহেন সম্রাটের সংস্রবে আসিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করি?

রাজা। আঃ থাম না! কোথায় উপস্থিত বিপদ্ হইতে উদ্ধারের চেস্টা দেখিবে! না অনর্থক বাক্যব্যয় করিয়া সময় নস্ট করিতেছ।

(সবেগে জয়সেনার প্রবেশ।)

জয়সেনা। দেব! কুমারী বসুলক্ষ্মী বল্ (ধরিবার জন্য) দৌড়াইতেছিলেন এমন সময়ে পিঙ্গল বানর মুখ খিঁচাইয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়াছে। দেবী ক্রোড়ে করিয়া আছেন তবু সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছে মুখে কথাটি নাই।

রাজা। আহা না জানি বাছা আমার কত কষ্টে আছে!

ইরাবতী। (ব্যস্তভাবে) আর্য্যপুত্র! যান যান অবিলম্বে গিয়া উহাকে আশ্বস্ত করুন।

রাজা। যাই দেখি চৈতন্যসঞ্চার করাইতে পারি কি না!

[ইতি সত্বর গমন।]

বিদূষক। সাবাস্‌রে পিঙ্গল বানর! সাবাস্, তুই না থাকিলে আজ স্বপক্ষ উদ্ধার করা অসম্ভব হইত?

[রাজা ইরাবতী নিপুণিকা প্রতিহারী প্রভৃতি সকলের প্রস্থান।]

মালবিকা। বকুলাবলিকে! উঃ দেবীর ভয়ে প্রাণটা আমার কাঁপ্‌ছে যে! আবার কপালে না জানি কত ভোগ আছে! হে ভগবান্ একি তোমার লীলা! এই অসহায়া পরাধীনাকে প্রেমে পাগল করিয়া দিলে! যদি পাগলই করিয়াছ তবে বাঞ্ছিত জনকে এত দুর্লভ করিয়া কেন রাখিলে? পদে পদে এ প্রেমের অপমান আর তো সহ্য হয় না!

নেপথ্যে। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! দোহদের পর পঞ্চ রাত্র অতীত না হইতেই অশোকের ডালে মুকুল দেখা দিয়াছে! আর দেরী কর্‌বোনা, দেবীকে গিয়া শীঘ্র এই শুভ সংবাদ দিই।

(শুনি.া উভয়ের হর্ষ।)

বকুলাবলিকা। আর চিন্তা নাই বোন্! এবারে আশায় মন বাঁধিয়া সকল আতঙ্ক ভুলিয়া যাও। আমি জানি আমাদের দেবী সত্যবাদিনী, প্রতিশ্রুত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে কখনও দ্বিধা করিবেন না।

মালবিকা। তবে আমিও এই প্রমোদবনপালিকার অনুসরণ করি না কেন?

[ইতি সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

———

পঞ্চম অঙ্ক।

———:০:———

(উদ্যানপালিকার প্রবেশ)।

উদ্যানপালিকা। রক্তাশোকের গোড়ায় বেদী বাঁধিয়া দিয়া আমার কাজ ত শেষ করিলাম। এখন তবে দেবীকে এ সংবাদ জানাইয়া আসি গিয়ে। আহা! বেচারী মালবিকার জন্য বাস্তবিক মায়া হয়। আগে রাগই করুন আর যাই করুন, আমাদের দয়াময়ী দেবী এখন কি আর উহার প্রতি অপ্রসন্ন থাকিবেন? আমার তো তা বিশ্বাস হয় না, তবে দেবতার কি ইচ্ছা জানি না। কোথায় গেলে যে এখন দেবীর দর্শন পাইব তাই ভাব্‌ছি। এই যে! তাঁহার ভৃত্য কুব্জ গালাবন্ধ করা একটি বাক্স হাতে করিয়া চতুঃশালা হইতে বাহিরে আসিতেছে; ওর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেই সব খবর পাইব।

(বাক্স হস্তে কুব্জের প্রবেশ।)

উদ্যানপালিকা। সারস! বলি যাইতেছ কোথায়?

সারস। মধুকরিকে! পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগের মাস-হারার টাকা লইয়া আর্য্য পুরোহিতের হাতে দিতে যাচ্ছি।

মধুকরিকা। কেন? কেন? তাঁহাদের টাকা দেওয়া কেন?

সারস। যেদিন হইতে সেনাপতি শুনিলেন যে, যজ্ঞের অশ্ব-রক্ষণে কুমার নিযুক্ত হইয়াছেন, সেই দিন হইতে তাঁহার বিজয়-কামনায় আটশত সুবর্ণমুদ্রা মাসে মাসে ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা-স্বরূপ দান করিবেন, এরূপ মানস করিয়াছেন।

মধুকরিকা। তা বেশ! এখন আমায় বল দেখি, দেবী কোথায় আছেন?

সারস। শুনিলাম, তিনি মঙ্গলগৃহে বসিয়া বিদর্ভ-দেশ হইতে ভ্রাতা বীরসেন যে পত্র পাঠাইয়াছেন তাহা পড়াইয়া শুনিতেছেন।

মধুকরিকা। বিদর্ভরাজের আবার কি খবর শুনিতেছেন?

সারস। খবর এই যে; আমাদের প্রভুর দণ্ডচক্রের প্রতাপে এখন বিদর্ভরাজের দর্পটা চূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা মাধবসেনকে কারামুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মাধবসেন রাশীকৃত ধন রত্ন এবং শিল্পনিপুণা দুইটি বালিকাসহ আমাদের সম্রাটের নিকট দূত পাঠাইয়াছেন। সেই দূত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

মধুকরিকা। যাও তবে আপনার কাজ কর গিয়ে আমিও দেবী দর্শনে যাই।

[ইতি উভয়ের প্রস্থান।]

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতিহারী। দেবীর আদেশ "আর্য্যপুত্রকে নিবেদন করিয়া এস, আজ প্রভুর সঙ্গে একত্রে আমার সাধের অশোক-মুকুলের শোভা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে বাসনা করি। তবে এখন দেবের আগমন প্রতীক্ষায় এখানে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।"

নেপথ্যে। (প্রথম স্তুতিগান) কোকিল-কলকণ্ঠ-নিনাদিত বিদিশাতীরস্থিত উদ্যানে অশরীরী কামদেব যেমন রতি সহ মিলিত হইয়া রমণীয় বসন্ত উৎসব উপভোগ করেন, সেইরূপ তুমি দেহী হইয়াও, হে বিদিশেশ্বর! আত্ম-সন্তোষজনিত নবমাধুর্য্যেই আপনাকে পরিপূর্ণ রাখিতেছ। এবং বরদাতীরস্থিত স্তম্ভীকৃত বৃক্ষসকল যেমন তোমার বিজয়-হস্তিগণের বন্ধন নিবন্ধন অবনত হইয়া রহিয়াছে, তেমন হে অভীষ্টপ্রদ! তোমার প্রতাপে প্রভূত বলশালী তোমার শত্রুগণও আজ আনতশিরে তোমার আনুকূল্য করিতেছে। (দ্বিতায় স্তুতিগান) সুদৃঢ় দীর্ঘবাহু বিষ্ণুর বল-পূর্ব্বক রুক্মিণী হরণ বৃত্তান্ত এবং তোমা কর্ত্তৃক বিদর্ভপতির

বিভব বিনাশের বিবরণ, উভয় যশঃ-কাহিনীই বীরজনের প্রীতিবর্দ্ধনের নিমিত্ত দেবতুল্য পণ্ডিত মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া সমগ্র বিদর্ভনগর ব্যাপিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে।

প্রতিহারী। প্রস্থানের জয়সূচক বাদ্যধ্বনিতে জানা যাইতেছে যে প্রভুর এদিকেই আগমন হইতেছে। অতএব আমি ততক্ষণ তাঁহার সম্মুখ-পথ হইতে সরিয়া গিয়া উদ্যান-গৃহের বারাণ্ডায় বসিয়া বিশ্রাম করি।

(রাজা ও বয়স্যের প্রবেশ।)

রাজা। বয়স্য! বারিধারা-বর্ষণ তপনতাপ-পরিতপ্ত পদ্মকে যেমন সুশীতল করে, সেইরূপ বিদর্ভপতির পরাজয় বার্ত্তা আমার এই দুর্লভ-প্রিয়াসক্ত বিদগ্ধ প্রাণকেও উল্লাসিত করিয়া তুলিতেছে।

বিদূষক। আমি যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি যে আপনার ভবিষ্যৎ সুখ অবশ্যম্ভাবী।

রাজা। কেন সখে! এ কথা বলিলে যে?

বিদূষক। শুধু কি আর বলি! শুনিলাম আজ নাকি দেবী পণ্ডিত-কৌশিকীকে বলিয়াছেন "ভগবতি! যদি মোহন অঙ্গরাগ রচনায় সুনিপুণা বলিয়া যথার্থই আপনার গর্ব্ব করিবার অধিকার থাকে, তবে আজ আমাদের এই মালবিকার দেহে বিবাহোপযোগী বেশবিন্যাস করিয়া দিয়া

তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করুন।" কথাটার গূঢ় অর্থ তলাইয়া দেখিলে মনে হয়, যেন আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে।

রাজা। হাঁ! তাত ঠিকই! বিশেষ আমি জীবনে দেবী ধারিণীর অপরিসীম উদারতার যে বিচিত্র পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তোমার মনের এই ধারণা সত্য বলিয়াই আশা হইতেছে।

প্রতিহারী। (সম্মুখীন হইয়া) জয়! মহারাজের জয়! দেবী জানিতে ইচ্ছা করেন, অদ্য তাঁহার প্রভু সহ একত্রে উৎসবানন্দ সম্ভোগ বাসনা পূর্ণ করিতে অনুগ্রহ হইবে কি?

রাজা। নিশ্চয়ই! দেবী কি এখন সেই খানেই আছেন?

প্রতিহারী। আজ্ঞে হাঁ! সেখানেই আছেন, তিনি অন্তঃপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পণ্ডিত কৌশিকী এবং অন্যান্য পরিজন সহ মালবিকাকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

রাজা। (হাস্যমুখে বিদূষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) জয়সেনে! তুমি তবে অগ্রসর হও!

প্রতিহারী। এই দিকে, এই দিকে আসিতে আজ্ঞা হয়।

(ইতি গমন।)

বিদূষক। (বিলোকন করিয়া) ওহে বয়স্য! প্রমোদ বনে বসন্তের কেমন ঢল ঢল ভাব দেখিতেছি।

রাজা। হাঁ ঠিক! সখে! সম্মুখে এই সহকার-বিলম্বিত কুরুবককুঞ্জ বসন্ত-বিদায় সূচক হইলেও আমার চিত্তকে কেমন যৌবন-প্রেমোন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে।

বিদূষক। রাজন্ দেখুন্ দেখুন্! আমাদের স্বর্ণ-অশোক-বৃক্ষের সৌখীন পুষ্প-সজ্জাটা একবার অবলোকন করুন।

রাজা। বয়স্য বলিব কি! রঙ্গময়ী প্রকৃতি সুন্দরী যেন কৌতুকচ্ছলে তাচ্ছীল্যভরে এতদিন ইহাকে অপুষ্পক রাখিয়া আপনার বীতরাগের পরিচয় দিতে গিয়া সহসা এই অসময়ে যৌবনোদ্ভেদে প্রেমোচ্ছাস আর রোধ করিতে না পারিয়া অনুরাগ-বিকম্পিত হস্তে সত্রস্তে ইহাকে অপর্য্যাপ্ত কুসুমস্তবকে সুসজ্জিত করিয়া দিয়া আবার ইহারি অলক্তরাগরঞ্জিত আভায় লীলাভরে বিলাসিনী আপনার বিম্বাধরের বিমোহন হাস্য বিকাশ করিতেছেন।

বিদূষক। এদিকে আবার আমাদিগের দেবীর অমানুষিক চরিত্র-মহিমা দেখুন। কখনও তিনি চণ্ডীমূর্ত্তি দণ্ডদাত্রী, আবার পরক্ষণেই আনন্দময়ী আশা-পূরয়িত্রী! নয় ত! স্বামীর ষোল আনা অনুরাগভাগিনী আমাদের

অপ্সরা-রূপিণী এই মালবিকাকে অকাতরে আপনার পার্শ্ববর্ত্তিনী করিয়া প্রকাশ্যে প্রভুর উদ্দেশ্যে এমনি নয়ন-রঞ্জিনী করিয়া রাখিয়া দিতেন কি ?

রাজা। (সহর্ষে) মহিষী কি যথার্থই মানবী না দেবী! আবার দেখ দেখ! বসুমতী যেমন স্বয়ং অবিচলিত থাকিয়া রাজলক্ষ্মীদ্বারাই আমার সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই দেবী ধারিণীও সসম্ভ্রমে আপনি দণ্ডায়মান না হইয়া আপনার বিস্তৃত করকমলে আমার প্রিয়তমা মালবিকাকে নির্দ্দেশপূর্ব্বক আমার প্রতি সাদর সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন!

(ধারিণী পরিব্রাজিকা ইরাবতী ও অন্যান্য পরিজনের প্রবেশ।)

মালবিকা। (স্বগত) আজ অদৃষ্টে আবার কি আছে জানি না। অশোকের পুষ্পোদ্গমে প্রসন্নমনা হইয়া দেবী আজ আমায় নববধূর সাজে সাজাইয়াছেন! কিন্তু সুখী প্রাণ জানে না যে, এই আতঙ্কে বিকম্পিত অবশ অঙ্গে এই বিলাস সজ্জা আমায় কত লজ্জা দিতেছে! উঃ আজই কি আবার হে আমার দক্ষিণ নয়ন। তোমার এ শুভসূচক স্পন্দন! আমি বুঝি না, কিছু বুঝি না, কার এ ছলনা! আশা! দুরন্ত আশা! তবু আসে, বাধা মানে না!

বিদূষক। ও হে বয়স্য! নববধূর সাজে রূপের চটক আরো বাড়িয়াছে যে!

রাজা। কি বলিব! এই শোভন-বেশধারিণী অল্পা-ভরণা মালবিকা যেন চন্দ্রকর-বিভাসিতা কতিপয় নক্ষত্র-শোভিতা চৈত্র-বিভাবরীর ন্যায় মনোহারিণী দেখাইতেছেন।

ধারিণী। (নিকটে আসিয়া) জয় আর্য্যপুত্রের জয়!

বিদূষক। দেবীর সর্ব্বাঙ্গীন জয় কামনা করি।

পরিব্রাজিকা। বিজয় কামনা করি, প্রভু।

রাজা। ভগবতি! অভিবাদন করি।

পরিব্রাজিকা। আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হউক।

দেবী। (সহাস্যে) আর্য্যপুত্র! আপনার তরুণীগত প্রাণের সম্যক্ পরিতোষ বর্দ্ধনের নিমিত্ত অগত্যা আমরা আর কি করি! এই অশোক-বৃক্ষকেই সম্মিলন-স্থান কল্পনা করিয়া ইহাকেই মনোজ্ঞ সাজে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছি।

বিদূষক। দেবীর অনুকম্পায় পরম আপ্যায়িত হইলাম। কেমন রাজন্! তাই না?

রাজা। (লজ্জিত ভাবে অশোক বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়া) যে স্বর্ণাশোক নব বসন্তাগমের ইঙ্গিতও অবহেলা করিয়া আপন পুষ্পোদ্গম অপ্রকাশিত রাখিয়াছিল; আজি সে

দেবী ধারিণীর প্রযত্নে পূর্ণ বিকশিত হইয়া যদি তাঁহাকে এতই সমাদৃত করিল, তবে দেবীইবা উহার প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন না করিবেন কেন?

বিদূষক। ও হে বয়স্য! বিশেষ আশ্বস্থ হইয়া এবং বিন্দুমাত্রও অধীর না হইয়া এই বিশ্ববিজয়ী রূপের প্রতি একবার দৃক্‌পাত করুন না!

ধারিণী। কাহার প্রতি?

বিদূষক। এই আমাদেব স্বর্ণ অশোকের প্রতি।

(সকলের উপবেশন।)

রাজা। (মালবিকাকে দর্শন করিয়া স্বগত) উঃ! এত কাছে! তবু এত দূরে! কি করি! রজনাযোগে মুনির অভিসম্পাতগ্রস্ত সহচরী-অনুরক্ত চক্রবাক যেমন আপন সঙ্গিনীকে ব্যবধানে রাখিতে বাধ্য হয়, সেইরূপ দেবী ধারিণীর উপস্থিতি ও আমার এই নিষিদ্ধ-প্রণয়-প্রলুব্ধ প্রাণের মালবিকা সান্নিধ্যসুখ সম্ভোগের অপরিহার্য্য অন্তরায়!

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চুকী। জয় মহারাজের জয়! অমাত্য জানাইতে আসিয়াছেন যে, রাজকীয় প্রথানুসারে বিদর্ভপতি আপনাকে যে তুইটী শিল্পনিপুণা কুমারী উপঢৌকন-স্বরূপ

প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই সময় ইহারা পথশ্রমে ক্লান্ত হওয়ায় আর রাজভবনে উপস্থিত হইতে পারে নাই। সম্প্রতি উভয়ে রাজদ্বারে উপনীত হইয়াছে, অনুমতি হয় তো আনিয়া শ্রীচরণে সমর্পণ করি।

রাজা। আচ্ছা! উহাদিগকে লইয়া আইস।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞা মহারাজ! (ইতি প্রস্থান ও বালিকাদ্বয় সহ পুনঃ প্রবেশ।)

প্রথমা। (অন্যের অগোচরে) সখি রমণীয়ে! কেন বল ত এই রাজপুরীতে প্রবেশলাভ করিয়াই প্রাণ এত উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে?

দ্বিতীয়া। ও ভাই! আমারও কি ঠিক তাই! লোকে বলে না? যে মনের বর্ত্তমান অবস্থা দিয়াই ভবিষ্যৎ-সুখ দুঃখ অনুমান করা যায়।

প্রথমা। আহা! বিধি করুন তাই যেন হয়।

কঞ্চুকী। সম্মুখেই দেবীর পার্শ্বে দেব উপবিষ্ট আছেন। এসো তোমরা সম্মুখীন হও।

(উভয়ে নিকটে আসিয়া মালবিকা ও পরিব্রাজিকাকে দেখিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিরীক্ষণ।)

উভয়ে। (প্রণিপাত করিয়া) জয় মহারাজের জয়, জয় মহারাণীর জয়।

রাজা। তোমরা উপবেশন কর।

(উভয়ে রাজার আজ্ঞায় উপবিষ্ট।)

রাজা। তোমরা কোন্ কোন্ বিদ্যায় অভ্যস্থ ?

উভয়ে। মহারাজ! আমরা সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া থাকি।

রাজা। দেবি! উভয়ের মধ্যে কাহাকে গ্রহণ করিবে ?

ধারিণী। আজ মালবিকার প্রতি এই নির্ব্বাচনের ভার দিলে হয় না ? কেননা যে ইহারি কল্যাণে আজ আমাদের এই উৎসবানন্দ উপভোগ, কি বল ? মালবিকে !

উভয়ে (মালবিকাকে দেখিয়া) ওমা ! আমাদের রাজকুমারী যে ! আপনি এখানে ? জয় রাজকুমারীর জয় !

(উভয়ে প্রণিপাত এবং তৎসঙ্গে অশ্রুবর্ষণ, সকলের বিস্ময়ে দৃষ্টিপাত)

রাজা। তোমরা দুজনে কে ? ইঁনিই বা তোমাদের কে হন ?

প্রথমা। ইনি আমাদের রাজকন্যা !

রাজা। সব ভাঙ্গিয়া বল ?

উভয়ে। তবে বলি, শুনিতে আজ্ঞা হয় দেব ! মহারাজ কর্তৃক বিদর্ভপতি বশীকৃত হইলে যে মাধবসেনকে কারামুক্ত করিয়া দিয়াছেন, এই মালবিকা সেই কুমার মাধবসেনেরই কনিষ্ঠা ভগিনা।

ধারিণী। কি বলিলে ! ইনি রাজদুহিতা ? হা

অদৃষ্ট! আমা কর্ত্তৃক কি না এই দেব পূজোপকরণ পবিত্র চন্দন পাদুকারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে!

রাজা। আচ্ছা! ইঁহার এ দশা কে করিল?

মালবিকা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) কপালের লেখা!

দ্বিতীয়া। তারপর, রাজকুমার মাধবসেন বন্দী হইলে পর, তাঁহার অমাত্য সুমতি অন্য সকল পরিজনকে পথি মধ্যে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোপনে ইঁহাকে লইয়া আইসেন।

রাজা। হাঁ এ সংবাদ পূর্ব্বেই শোনা গিয়াছিল। তারপর কি হইল?

দ্বিতীয়া। মহারাজ! তারপর যে কি হইল! এ মন্দভাগিনী কিছু খবর রাখে না।

পরিব্রাজিকা। তাহার পরের কাহিনী আমি হত-ভাগিনী বলিতে বাসনা করি।

উভয়ে। রাজকুমারি! এ কি! আমাদের আর্য্যা কৌশিকীর কণ্ঠস্বর বলিয়া মনে হয় যেন! ওমা! সত্য সত্য তিনিই যে!

মালবিকা। হাঁ ভগবতীই উপস্থিত।

উভয়ে। সম্প্রতি যতিবেশধারিণী বলিয়া সহজে চিনিতে পারি নাই। ভগবতি! প্রণাম করি।



পরিব্রাজিকা। তোমাদের মঙ্গল হউক।

রাজা। কি আশ্চর্য্য! এই বালিকা দুইটীও আপনার আত্মীয়া হন না কি?

পরিব্রাজিকা। আজ্ঞে হাঁ!

বিদূষক। এখন মালবিকার অপূর্ব্ব কাহিনীর অবশিষ্ট অংশ শুনিতে বাসনা।

পরিব্রাজিকা। (ক্ষুণ্ণ মনে) আমার অগ্রজ সুমতি মাধবসেনের মন্ত্রী ইহা অবগত হউন।

রাজা। তাহাত অনুমানেই বোধ হয়। তারপর?

পরিব্রাজিকা। তখন তিনি এই সহোদরা-সদৃশী মালবিকা সহ আমাকে লইয়া মহারাজের রাজ্যে বাণিজ্য আশায় সমাগত একদল বণিকের মধ্যে গোপনে মিলিত হইয়া পড়েন।

রাজা। তারপর! তারপর!

পরিব্রাজিকা। তারপর পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সেই বণিকদলের সঙ্গে এক অরণ্য মধ্যে বিশ্রাম করিতে থাকেন।

রাজা। বলিয়া যান্।

পরিব্রাজিকা। পরে, যাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে তাহাই হইল। অকস্মাৎ অস্ত্র শস্ত্রের ঝঞ্ঝা-শব্দে অরণ্য

বিকম্পিত করিয়া আজানুলম্বিত ময়ূরপুচ্ছ-সজ্জিত তূণীর পৃষ্ঠে বহন করতঃ ধনুক হস্তে ভীষণ রবে শত শত ভীমরূপী দস্যু আসিয়া দেখা দিল।

(মালবিকার ভীত-ভাব।)

বিদূষক। ভয় কেন রাজকুমারি। ইনি অতীত ঘটনা বলিতেছেন বইত না?

রাজা। বলুন্, বলুন্, তারপর কি হইল?

পরিব্রাজিকা। আর তারপর! মুহূর্ত্ত-মধ্যে সেই দস্যুদল, আপনার রাজ্যে বাণিজ্য-লাভের প্রত্যাশী বণিক-গণকে বিদিশা প্রবেশে বঞ্চিত করিবার মানসে তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন এবং তাহাদিগের উপর বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

রাজা। ভগবতি! এই বিপদের উপর বিষম বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া প্রাণ বড়ই আকুল হইয়া পড়িতেছে।

পরিব্রাজিকা। কি বলিব? তখন এই পরাভব-কাতরা মালবিকাকে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া প্রভুর পরম প্রিয়পাত্র আমার সহোদর প্রাণপণে প্রভুর অন্ত্য-ঋণ পরিশোধ করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।

প্রথমা। আহা হা! সুমতির মৃত্যু মনে হইলে বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায়।

দ্বিতীয়া। তারপরেই বুঝি আমাদের রাজকুমারী এই দশা-গ্রস্ত হইলেন ?

(পরিব্রাজিকার অশ্রু বিসর্জ্জন।)

রাজা। যে প্রভুভক্ত সেবক স্বামীর আজ্ঞা প্রতি-পালনে কৃতসংকল্প হইয়া আসন্ন বিপদেও আপন কর্ত্তব্য কাজে অটল থাকেন এবং অনায়াসে এই প্রিয় প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারেন, বাস্তবিক তিনিই স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী ; তাঁহার জন্য শোক কেন ভগবতি ?

পরিব্রাজিকা। ভ্রাতার মৃত্যুতে কিয়ৎক্ষণ মূর্চ্ছিতাবস্থায় থাকিয়া পরে চৈতন্য লাভ করিলাম, চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখি মালবিকা আর আমার নিকটে নাই।

রাজা। অহো! না জানি ভগবতী তখন কি দুঃখ-সাগরেই নিমগ্না হইয়াছিলেন !

পরিব্রাজিকা। অনন্তর ধৈর্য্যাবলম্বনে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া অগ্রজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলাম। তখন মৃত্যুর অনন্ত মহিমাবলে ভগবৎ-মঙ্গল-বিধানে বিশ্বাসী হইয়া এবং এই নশ্বর দেহ বিনাশে অসহ্য মর্ম্মপীড়ায় বাহ্য-বেশ বিন্যাসে বীতস্পৃহ হইয়া এই উদাসিনী সন্ন্যাসিনীর বেশে মহারাজের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

রাজা। যোগ্য মনের যোগ্য ব্যবস্থা ! তাইত আজ

দুঃখে দৃঢ়, শোকে সবল, প্রেমে উজ্জ্বল, আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানে পরম নির্ম্মল হইয়া যৌবনে যোগিনী সাজে সাজিয়া জগজ্জনের পূজনীয়া হইয়াছেন।

পরিব্রাজিকা। তদনন্তর অরণ্য-মধ্য হইতে আনীত হইয়া মালবিকা বীরসেনের হস্তে অর্পিত হইলে বীরসেন ইঁহাকে দেবীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দেন। পরে আমি আসিয়া ইঁহাকে এই অবস্থায় দেখিতে পাই। সেই অবধি তো আমাদের উভয়ের এখানেই বাস।

মালবিকা। (স্বগত) এখন প্রভু কি বলেন, দেখা যাউক।

রাজা। কি আক্ষেপের বিষয়! যিনি বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে গেলেন, তিনিই মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন! নয়ত এই দেবী-শব্দ-বাচ্যা মালবিকার আজ এই দুর্দ্দশা হইবে কেন? হায়! দেবার্চনায় পরিধেয় পবিত্র পট্টবস্ত্রে কি না মলিন গাত্র মার্জ্জন!

ধারিণী। ভগবতি! এমন উচ্চকুলোদ্ভবার পরিচয় পূর্ব্বে না দেওয়া কি আপনার উচিত হইয়াছে?

পরিব্রাজিকা। দেবি! কারণ ব্যতীত কে কুটিল পথ অবলম্বন করে বলুন? কিন্তু আমি জানিতাম একদিন আমার এ অপরাধও মার্জ্জনীয় হইবে!

ধারিণী। কি কারণে আপনার এরূপ আচরণ করিতে হইয়াছে, জানিতে পারি কি ?

পরিব্রাজিকা। এখন বলিতে কোন বাধা নাই, দৈবযোগে একদা কোন এক জ্যোতির্বিদ্ সন্ন্যাসী মালবিকার পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন "আপনার কন্যার অঙ্গের বিশেষ কোন শুভ চিহ্ন লক্ষণে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ইঁনি এক বৎসর কাল দাসীবৃত্তি করিয়া পরে আত্মবংশানুরূপ অভিলষিত পতি লাভ করিবেন।" এই ঘটনার পরে যথাকালে বিদর্ভরাজ ইঁহার পাণি গ্রহণে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা সেই সাধু বাক্য অব্যর্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এখন মহারাজের মন্তব্য শুনিতে মানস করি।

রাজা। মৌদ্গল্য ! এই রাজকুমারী মালবিকার দুই ভ্রাতা যজ্ঞসেন এবং মাধবসেনকে সূর্য্যচন্দ্রকরোজ্জ্বলে বিভক্ত দিবা রাত্রির ন্যায় বরদানদীর উভয়কূলে প্রতিষ্ঠাপিত দেখিতে ইচ্ছা করি।

কঞ্চুকী। দেব ! তবে এখন আমি আপনার এই অভিলাষ অমাত্য এবং পারিষদগণকে জানাইয়া আসি।

রাজা। (অঙ্গুলী সংঙ্কেতে অনুমতি প্রকাশ, কঞ্চুকীর গমন।)

প্রথমা। (অন্যের অগোচরে) রাজকুমারি! ভাগ্যে আমাদের রাজকুমার অর্দ্ধরাজ্য-শাসনের অধিকার পাইলেন!

মালবিকা। উহাই বহু মনে করা উচিত! যেখানে ছিল জীবন-সংশয়, সেখানে হইল জীবন-নিশ্চয়! এ কম কথা নয় ভাই!

(কঞ্চুকীর পুনঃ প্রবেশ)

কঞ্চুকী। মহারাজের জয় হউক! অমাত্য জানাইতেছেন যে, মহারাজের বিচার অতিন্যায়-সঙ্গত হইয়াছে। মন্ত্রী এবং পারিষদগণ বলিতেছেন যে "সারথিচালিত অশ্বযুগল যেমন সমভাবে রথভার বহন করিয়া চলে, সেই রূপ এই যজ্ঞসেন এবং মাধবসেন পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাব-বিহীন হইয়া আপনার আদেশ ক্রমে এই দ্বিধা বিভক্ত রাজ্যশ্রী উপভোগ করিতে থাকুন।"

রাজা। তবে এখন যাও, মন্ত্রী পারিষদগণকে বল গিয়ে যে সেনানী বীরসেন যেন এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া দেন।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞা দেব! (প্রস্থান এবং উত্তরীয় মধ্যে জড়িত পত্র সমেত পুনঃ প্রবেশ করিয়া।) প্রভুর আদেশ পালন

করা হইয়াছে। আর মহারাজের সেনাপতি পুষ্পমিত্রের নিকট হইতে এই পত্র আসিয়াছে।

রাজা। (উঠিয়া অঙ্গাবরণ উপহার গ্রহণ পূর্ব্বক পরিজনের হস্তে পত্র অর্পণ।)

(পরিজনের পত্রপাঠ।)

ধারিণী। অহো ! অন্তরে আজ কি অতুল আনন্দ ! পত্রে গুরুজনের কুশল সমাচার, পরে পুত্র বসুমিত্রের বিবরণ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

রাজা। (উপবেশন ও পত্রপাঠ শ্রবণ)

মঙ্গল কামনা করিয়া সেনাপতি পুষ্পমিত্র যজ্ঞ-স্থান হইতে বিদিশাস্থিত পুত্র আয়ুষ্মান্ অগ্নিমিত্রকে স্নেহালিঙ্গনপূর্ব্বক সংবাদ জানাইতেছেন যে, "রাজসূয়যজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া আমি পৌত্র বসুমিত্রকে শত রাজপুত্রের সহিত যে অশ্ব রক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সেই অশ্ব এক বৎসর কাল থাকিয়া সিন্ধু নদীর দক্ষিণ-তীরে বিচরণ কালে অশ্বারোহী যবন (গ্রীক্‌জাতি) কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ায় উভয়সেনা মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়।"

(ধারিণীর বিষাদ-ভাব)

রাজা। কেন এরূপ হইল ? (পুনঃ পাঠ শ্রবণ)

"ততঃপর সেই ধনুর্ধারী বীর বসুমিত্র সমগ্র শত্রুদল-

পরাজয় করিয়া বলপূর্ব্বক সে অপহৃত অশ্ব উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন।”

ধারিণী। উঃ এতক্ষণে হৃদয় আমার আশ্বস্ত হইল।

রাজা। (পত্র শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ)

“সম্প্রাত সেই সগরতুল্য পুষ্পমিত্র (আমি) অংশু-মানের ন্যায় পৌত্রের আহৃত অশ্ব দ্বারা যজ্ঞোৎসব করিতে সংকল্প করিয়াছি। অতএব বাসনা, রোষ-বিবর্জ্জিত হইয়া বধূগণ সহ অচিরে এখানে আগমন করতঃ আনন্দোৎসব উপভোগ করুন ইতি—”

রাজা। পত্রোত্তরে লেখা হউক “পূজনীয় পিতৃদেবের সাদর নিমন্ত্রণে পরম অনুগৃহীত হইলাম।”

পরিব্রাজিকা। পুত্রের জয়লাভে জনক জননীর গর্ব্ব অতীব শোভনীয়। দেবী পতি-প্রভায় এতদিন বীরপত্নী-দিগের অগ্রগণ্যা ছিলেন; এক্ষণে আবার পুত্রপৌরুষে বীরপ্রসবিনী নাম যোগ্যা হইলেন।

ধারিণী। বীরত্বে পিতৃ-অনুযায়ী পুত্র দেখিয়া পরম প্রীতা হইলাম, ভগবতি!

রাজা। মৌদগল্য! করিশাবকে দ্বিপেন্দ্রের বিশেষত্বের পরিচয়! বেশ! বেশ!

কঞ্চুকী। বাড়বানল-উদ্ভুত ঔর্ব্বঋষি-তুল্য শ্রেষ্ঠ-জন্মা

আপনিই যখন এই অনাক্রম্য বীরের জন্মদাতা পিতা, তখন ইঁহাতে এই সকল বীরোচিত স্বাভাবিক শৌর্য্য দর্শনে বিস্ময়ের বিষয় কি থাকিতে পারে?

রাজা। মৌদ্গল্য! যজ্ঞসেনের সঙ্গে আর যত জন কারাবাসী আছে, সকলকেই মুক্ত করিয়া দিতে বল।

কঞ্চুকী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

ধারিণী। জয়সেনে! যাও মেলক-প্রভৃতি সকল অন্তঃপুরবাসিনীকে পুত্র বসুমিত্রের বিজয়-বার্ত্তা শুনাইয়া আইস। (প্রতিহারী গমনোদ্যত)

ধারিণী। একবার এদিকে এসো।

প্রতিহারী। (গমনে নিবৃত্ত হইয়া) এই যে আমি দেবি!

ধারিণী। (অন্যের অগোচরে) অশোকের পুষ্পোদ্গম উপলক্ষে আমি মালবিকার নিকটে যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, আজ আমার তাহা পূর্ণ করিবার দিন। অতএব যাও, রাণী ইরাবতীকে আমার বিশেষ অনুরোধ জানাইয়া বলিও যে, আজ যদি তিনি এখানে উপস্থিত থাকিয়া মহোৎসবে যোগদান করেন, তবে বড়ই আনন্দিত হইব। আর মালবিকার উচ্চবংশের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, দেখিও তাহা তাঁহাকে বলিতে বিস্মৃত হইও না।

প্রতিহারী। দেবীর আজ্ঞা সর্ব্বথা পালনীয়।

(ইতি প্রস্থান এবং পুনঃ প্রবেশ।)

দেবি! আহ্লাদের কথা বলিব কি! রাজকুমারের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া অন্তঃপুরবাসিনীগণ সকলে চারিদিক্ হইতে আমায় এত পারিতোষিক প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন যে, আমি যেন মানুষের পরিবর্ত্তে প্রকাণ্ড এক অলঙ্কারের সিন্ধুক রূপে পরিণত হইয়া গেলাম।

ধারিণী। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি জয়সেনে! এমন সময়ে পারিতোষিক দেওয়াই তো নিয়ম।

প্রতিহারী। (অন্যের অগোচরে) দেবি! রাণী ইরাবতী জানাইতে বলিয়াছেন যে, রাজমহিষী ধারিণীর মত উদারচেতা ধৈর্য্যশালিনী রমণীর উপযুক্ত আদেশই বটে, এ হেন গুরুজনের আজ্ঞা অবহেলা করা আমার কল্পনারও অতীত।

ধারিণী। ভগবতি! এখন অনুমতি করেন তো স্বর্গগত আর্য্যসুমতির বচনানুমত আর্য্যপুত্রের হস্তে মালবিকাকে সমর্পণ করি।

পরিব্রাজিকা। আমার অনুমতি অপেক্ষা কেন দেবি! এখনও কি আপনিই মালবিকার প্রভু নহেন?

ধারিণী। (মালবিকাকে হস্তে ধারণ করিয়া) আর্য্যপুত্র! আজ যে পুত্রের শুভ বিজয়-সংবাদ শুনাইলেন, তাহার

যোগ্য পারিতোষিক-স্বরূপ এই মহামূল্য রত্ন আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে বাসনা; অতএব ইহাকে গ্রহণ করিয়া দাসীকে অনুগৃহীত করিতে আজ্ঞা হয়।

(রাজার সলজ্জ ভাব।)

ধারিণী। (সহাস্তে) এত কি চিন্তায় মগ্ন আর্য্যপুত্র ?

বিদূষক। রাজমহিষি! নব্যবরের সলজ্জ ভাবই তো স্বাভাবিক, লোকে বলিয়া থাকে।

(রাজার বিদূষকের দিকে দৃক্‌পাত।)

বিদূষক। এক্ষণে মহারাজ দেবীর আত্মমর্য্যাদানুরূপ এবং তাঁহারি প্রদত্ত এই দেবী-শব্দ-বাচ্যা মালবিকার পাণি-গ্রহণেচ্ছু হইয়া শুভক্ষণের অপেক্ষা করিতেছেন।

ধারিণী। না! না! এমত বলিবেন না। ইনি যে রাজবশংজা, আত্মকুলগৌরবোচিত "দেবীশব্দ-বাচ্যা" আছেনই, তবে সম্প্রতি ইনি আমা কর্ত্তৃক এই সম্মান-সূচক পদবী প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া কেন বৃথা ইঁহাকে অপমানিত করা ?

পরিব্রাজিকা। হে কল্যাণি! যদিও ইনি আত্মকুল-গৌরবে আজ আপনিই আমাদিগের এই মহোৎসবে মণিরূপে দীপ্তি পাইতেছেন, তথাপি এই মোহন-মণিরও স্বর্ণরূপ কান্ত-সংলগ্ন কান্তি একান্ত বাঞ্ছনীয় মনে করি।



চতুর্থ দৃশ্য।
(বিদিশার নদীতীরস্থ রাজকীয় প্রমোদ-বন।)

ধারিণী। কি আশ্চর্য্য! মূলেই ভুল! আমি যে পুত্র-পৌরুষে একেবারে আনন্দে বিহ্বল হইয়া আসল কাজ ভুলে গেছি। ভগবতি! আজকার এ অপরাধ অবশ্যই মার্জ্জনীয়। জয়সেনে! যাও, সত্বর গিয়া পট্টবস্ত্র লইয়া আইস।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা দেবি! (ইতি প্রস্থান এবং পট্টবস্ত্রসহ পুনঃ প্রবেশ) এই যে পট্টবস্ত্র আনিয়াছি।

ধারিণী। (ধারিণী স্বহস্তে মালবিকাকে অবগুণ্ঠিত করিয়া) আর্য্যপুত্র! ইঁহাকে গ্রহণ করিয়া অনুগৃহীত করুন।

রাজা। মহিষীর অনুরোধ, চিরদিনই আগ্রহভরে পালন করিয়া আসিয়াছি। (স্বগত) ইঁহাকে গ্রহণ করিতে আমায় অনুরোধ? হা ভগবান্! তুমিই জান, গ্রহণ করিতে আবার বাকি আছে না কি?

বিদূষক অহো দেবী ধারিণীর প্রাণ কি মহান্! ধন্য রাজমহিষি! ধন্য আপনার নিস্বার্থ প্রেম, আজ দেব-লোকে আপনারই জয়গান হইতেছে। (পরিজনের প্রতি অবলোকন)

পরিজন। (মালবিকার নিকটে আসিয়া) জয় নূতন রাণীর জয়!

(দেবীর পরিব্রাজিকার প্রতি নিরীক্ষণ)

পরিব্রাজিকা। দেবি! আপনি ভিন্ন অন্য কাহাতে

আর এই অসামান্য আত্মত্যাগ সম্ভবে ? অপর নদীসকল যেমন সমুদ্রগামিনী স্রোতস্বিনীর আশ্রয়ে সাগর-সঙ্গম লাভ করে, সেইরূপ স্বামিসেবানুরক্তা পতিব্রতা রমণীরা সপত্নী দ্বারাও স্বামিসেবার সার্থকতা অনুভব করিয়া থাকেন।

(নিপুণিকার প্রবেশ।)

নিপুণিকা। মহারাজের জয় হউক ! রাণী ইরাবতী জানাইতেছেন "শিষ্টতা অতিক্রম করিয়া সে দিন প্রভুর প্রতি অত্যন্ত অন্যায় আচরণ করিয়াছিলাম। তিনি আমার স্বামী, আজ তিনি পূর্ণ-মনস্কাম হইয়া এই আনন্দের দিনে আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করিবেন না কি ? এক্ষণে শ্রীচরণের অনুগ্রহ প্রসাদ ভিন্ন পূর্ব্ববর্ত্তী জনের আর অবলম্বন কি আছে ?"

ধারিণী। নিপুণিকে ! সেবার অনুরূপ ফল অবশ্যই আর্য্যপুত্র হইতে মিলিবে।

নিপুণিকা। পরম আপ্যায়িত হইলাম, রাজমহিষি !

(প্রস্থান)

পরিব্রাজিকা। দেব ! যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমার এতদিন এই রাজপ্রাসাদে বাস, আজ ভগবানের কৃপায় তাহা যদি সুসম্পন্ন হইয়া গেল, তবে আর এস্থানে অবস্থিতির প্রয়োজন কি ? এক্ষণে বিদায় অনুমতি করুন,

মাধবসেনের নিকটে যাইয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করি।

ধারিণী। ভগবতি! আপনার সৎসঙ্গ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া চলিয়া যাওয়া সঙ্গত হইবে কি?

রাজা। দেবি! পত্র দ্বারা সর্ব্বদা আপনার প্রতি সম্মান মাধবসেনকে জ্ঞাপন করিব।

পরিব্রাজিকা। স্নেহপাশে বাঁধা পড়িয়াছে যে জন, তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান নিষ্প্রয়োজন মনে করি মহারাজ!

ধারিণী। আর্য্যপুত্র! এখনও আপনার আর কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিব, বলুন?

রাজা। দেবী! সেবার চূড়ান্ত করিয়াছ। এক্ষণে শুধু এই চাই যে প্রজাপালক হইয়া প্রতিপক্ষ সহ যুদ্ধাদি এবং দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ অনিবার্য্য অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি-আদি বিপ্লব ভোগ তো কেহ খণ্ডাইতে পারিবে না কিন্তু তুমি আমার প্রার্থিত প্রেমবিষয়ে কোপের কারণ থাকিলেও আমার প্রতি চির-প্রসন্না থাক একমাত্র এই অনুরোধ।

সমাপ্ত।